বন্দে মাতরম্!

অবাক্-কাণ্ড!!

অভিনব স্বদেশী ছবি।

প্রণেতা

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ন্যাশান্যাল থিয়েটারে
প্রথম অভিনীত।

নূতন সংস্করণ।

প্রকাশক
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
(২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী।)
কলিকাতা;
এবং ২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্ "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"
শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

২রা মাঘ, ১৩১২ সাল

মূল্য।৶০ ছয় আনা।

প্রথম সংস্করণ।

স্থর-সংযোজক—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

নৃত্যশিক্ষক—

শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণু বাবু)।

নাট্যশিক্ষক—

শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ।

উৎসর্গ।

যে সকল স্বদেশভক্ত মহাত্মাগণের

আগ্রহ ও উৎসাহে

জন সাধারণের স্বদেশভক্তি উথলিয়া

উঠিল,

আসমুদ্র হিমাচল বিকম্পিত করিয়া রব উঠিল—

"বন্দে মাতরম্"

তাঁহাদের পবিত্র করে

আমার এই অকিঞ্চিৎকর

ক্ষুদ্র স্বদেশী ছবি

অবাককাণ্ড!

উৎসর্গ করিয়া

আমি ধন্য হইলাম।

ইতি।

বিনয়াবনত—

গ্রন্থকার

দু' একটী কথা

"অবাক-কাণ্ড" যে, এরূপ ভাবে সুধীমণ্ডলীর দ্বারা সমাদৃত হইবে, তাহা আমার ধারণা ছিল না। "অবাক-কাণ্ড" পুস্তকপাঠ ও অভিনয় সন্দর্শনে আবালবৃদ্ধবনিতা যে আজ এতদূর আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই। এই নির্ব্বাণো-ন্মুখ স্বদেশী আন্দোলনে "অবাক-কাণ্ড" যেন ইন্ধন স্বরূপ হইয়া আবার দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতেছে, নাট্যমঞ্চে নাট্যামোদী সুধী দর্শকমণ্ডলী "অবাককাণ্ড" অভিনয় দর্শনসময়ে যেরূপ ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা দেখিলে আমাদের সৌভাগ্য-গরিমার পরিচয় প্রদানের বাসনা হয়। যাহা হউক আমরা ধন্য হইয়াছি, আমাদিগের অভিনেতা, অভিনেত্রী ও শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্-মণ্ডলী সকলেই আনন্দে অধীর হইয়াছেন। "ইউনিক রঙ্গমঞ্চের "অন্তর্ধ্যানে", এই জাতীয় উদ্দীপনার দিনে, জাতীয় রঙ্গ ভূমি" "ন্যাশান্যাল থিয়েটার" নামের সার্থকতা সম্পাদন হইয়াছে। কারণ, "অবাক-কাণ্ড" সকলকেই আনন্দিত করিয়াছে।

"রিজিয়ার" গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন রায় বি, এ, এবং বাবু রণেন্দ্র নাথ গুপ্ত (ছায়াময়ী ও শ্রীমতী-বিরহ প্রভৃতির গ্রন্থকার) মহাশয়, এ পুস্তকের ইংরাজি অংশটুকু সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

আমার চিরপ্রিয় পূজনীয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বাবু হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, আমার পুস্তকের আদ্যোপান্ত ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। হরিসাধন বাবুর ঋণ আমি এ জীবনে কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। "অবাক-কাণ্ড" অভিনয় দর্শনের জন্য আমার যে সকল কৃতবিদ্য, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্‌মণ্ডলী পত্র দ্বারা অকপট আনন্দ ও অভিমত প্রকাশ করিয়া, আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা,—যেন, এই জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে এই জাতীয় "রঙ্গ-ভূমি" "ন্যাশান্যাল থিয়েটার", উহার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্তবাবু বিপিনবিহারী বসু; বাবু বিহারীলাল দত্ত ও বাবু জহরলাল দত্ত মহাশয়গণের যত্নে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে, ইতি—

গ্রন্থকারস্য।

চিত্রোল্লিখিত পুরুষগণ ঃ

হাঁদারাম	... ...	জনৈক জমীদার।
ব্যাকুবনাথ	... ...	ঐ সভাপণ্ডিত।
মিঃ ঘোষ	... ...	জনৈক বিলাত ফেরৎ বাঙ্গালী
উপেন বাবু ননী বাবু যোগেন বাবু স্থরেন বাবু পূর্ণ বাবু	...	স্বদেশ হিতৈষী শিক্ষিত যুবকগণ
পটল	... ...	ব্যাকুবনাথের পুত্র।
গোপাল	... ...	বিমলার পুত্র।
করিম বক্স	... ...	জনৈক শিক্ষিত মুসলমান।
নরেন	... ...	দেশবিদ্বেষী ছাত্র।
অভিরাম	... ...	জনৈক পূর্ব্ববঙ্গের লোক।
মিঃ কক্ মিঃ হ্যারিস্	...	সাহেবদ্বয়।

রজক, পরামাণিক, সিগারেটওয়ালা, গোসাহেবগণ,
পাহারাওয়ালা, জনৈক অন্ধ, ছাত্রগণ ও
বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

কালীমণি	ব্যাকুবনাথের স্ত্রী।
অমলা বিমলা	পল্লীবাসিনীদ্বয়

শিক্ষিতা খ্রীষ্টিয়ান মহিলাগণ, তাঁতিনীগণ. রাখিওয়ালীগণ সিগারেটওয়ালী, নাগরিকাগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবাক-কাণ্ড!!

প্রস্তাবনা

দৃশ্য—কেলীকানন।

(নাগরিকাগণের গীত।)

এ ব্যাপার বড় মন্দ নয়।
ভাব্‌ছি খালি, সবায় বলি,
(এর) পরিণামে কি যে হয়॥
জানি নাকো সত্যি মিছে,
(শুনি) বাংলা নাকি এক হ'য়েছে,
তবে আকাশেতে ফুল ফুটেছে,
স্বপ্ন হ'লো সত্যময়॥
ছোক্‌রাগুলি সবাই মিলে,
বুক ফুলিয়ে হেলে দুলে,

গাইছে গান, মার্‌ছে তান,
মনের কপাট খুলে,
আবার ব'ল্‌ছে সবাই কোনো কালে,
ছোঁব না যা "দেশী নয়।"
সবই ভাল বুঝ্‌তে পারি,
যদি ছাড়ে সবাই দাগাদারী,
নরম হ'য়ে সরম রেখে,
যদি ধীরে ধীরে কথা কয়,
শেষ রক্ষা হবে কি না, তাইতে মনে হ'চ্ছে ভয়॥

(প্রস্থান।)

প্রথম দৃশ্য

ব্যাকুবনাথের অন্দর মহল।

ব্যাকুবনাথ ও কালীময়ী।

কালী। তা আমি কিছুতেই পার্‌বো না, আজ আমি কিছুতেই উনুন জ্বালবো না।

ব্যাকুব। কেন? উনুন জ্বাল্‌বিনি কেন? কি—হ'য়েছে কি?

কালী। কি হ'য়েছে জান না? আজ আমাদের "বন্দে মাতরমের" রাখী স্নান, আজ আমরা কেউ ভাত খাব না, তোমাকে ত আমি কাল থেকে ব'লে রেখেছি যে, চিঁড়ে মুড়কী কিনে রাখ।

ব্যাকুব। চিঁড়ে মুড়কী খাবে—তোর মাথা খাবে।

কালী। না খাও নেই নেই। তবে কি খাবে খাও, আমি আজ তা ব'লে কিছুতেই রাঁধ্‌বো না।

ব্যাকুব। কেন—রাঁধ্‌বিনি কেন?

কালী। কেন রাঁধ্‌বো না, তা জান না? দেশ শুদ্ধ লোক আজ "বন্দে মাতরম্‌" ক'রে ফলার ক'র্‌বে, আর আমি হিঁদুর মেয়ে হ'য়ে আজ র'াধ্‌তে যাব?

ব্যাকুব। তোর "বন্দে মাতরমের" নিকুচি ক'রেছে, দেশ শুদ্ধ লোক যদি ঘরে আগুন দেয়, তা ব'লে তুইও কি দিবি নাকি?

কালী। তা দোবো না ত কি ? দেশের লোক যা ক'র্‌বে, আমাদেরও তাই ক'র্‌তে হবে।

ব্যাকুব। থাম্—ও সব পাগলামী ছেড়ে দে, আমার কথা শোন্, আস্তে আস্তে গিয়ে দুটী ভাত চড়িয়ে দে। ও সব বন্দে মাতরম্—ফাতরম্ কিছুই নয়, দু চার ব্যাটা পগেয়া হুজুগে জুটে, খালি একটা হুজুগ তুলেছে। যা—লক্ষ্মীটী আমার যা, উনুনে আগুন দিগে যা, আর জ্বালাস্‌নি। আমার একে পেট জ্ব'ল্‌ছে।

কালী। পেট জ্ব'ল্‌ছে, চিঁড়ে মুড়কী খাও। ও বাবা ! আমি শুনিছি—কালীঘাটে গিয়ে সব দিব্বি দিয়েছে যে, আজ ৩০শে আশ্বিন যে হিঁদু ভাত খাবে, সে সেই ** মাংস খাবে। ও মা ! তুমি বল কি গো ! তুমি হিঁদু হ'য়ে কি ব'লে আজ ভাত খেতে চাচ্চ ? আমার দুধের ছেলে পটল, সেও ব'ল্‌ছে যে আজ আমি ভাত খাব না। আর তুমি বুড়ো মিন্সে হ'য়ে ভাত খেতে চাচ্চ ? ছি ! ছি !

ব্যাকুব। দিব্বি দিয়েছে, তোর মাথা দিয়েছে, ভাত খাবার ওপর আবার দিব্বি কিরে মাগী ? আর তাদের দিব্বি মানে কে ? না, এ হুজুগে ব্যাটারা আচ্ছা হুজুগ লাগিয়েছে বাবা। ছেলে বুড়োকে মাতিয়ে শেষ আবার এ হুজুগ অন্দর মহল পর্য্যন্ত চালিয়েছে। না, এ "বন্দে মাতরম্" দেখ্‌ছি আমারই সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে। রাজা হাঁদারাম এ সব টের পেলে আমাকে তা হ'লে আর বাড়ী ঢুক্‌তে দেবে না।

কালী। হ্যাঁ গা, তুমি একবার সকলের মতন বল না গা "বন্দে মাতরম্"।

ব্যাকুব। তোর মাথা মাতরম্ ব'ল্‌বে, ক্ষিদেয় আমার নাড়ী জ্ব'লে যাচ্চে—আর মাগী কি না আমার সঙ্গে ঠ্যাক্‌রা ক'র্‌তে এল।

কালী। আচ্ছা, একদিন না ভাত খেলে তুমি কি ম'রে যাবে ?

ব্যাকুব। হ্যাঁ ম'রে যাব, তুই না রাঁধিস্, আমি নিজে গিয়ে রাঁধ্‌বো, দেখি, কে আমার আজ ভাত খাওয়া বন্ধ করে।

কালী। হ্যাঁ গা, তোমার ভাত খাওয়াটাই কি বড় হ'ল ? এই দেশশুদ্ধ লোক যখন একমত হ'য়ে একটা কাজ ক'র্‌ছে,—ছেলে, বুড়ো, ছোটলোক, বড়লোক সকলে এক প্রাণে এক হ'য়ে আজ অন্নত্যাগ ক'রেছে, তখন তুমি মানুষ হ'য়ে কি ব'লে আজ ভাত খাবে ? দেশশুদ্ধ লোক আজ ভাত খায়নি শুনে, কি ক'রে তুমি মানুষ হ'য়ে ভাতের গ্রাস মুখে তুল্‌বে ? তোমার কি একটু মন কেমনও ক'র্‌বে না ?

ব্যাকুব। তোর মুণ্ডু যে দিন খাব, সেই দিন আমার মন কেমন ক'র্‌বে। হতভাগা মাগী আবার আমায় লেক্‌চার দিতে এসেছে ! লেক্‌চার দিতে হয় যা, সেই সুরেন বাঁড়ুয্যের সঙ্গে গিয়ে টাউন হলে লেক্‌চার দিগে যা। আমি ও সব হুজুগে কথায় ভুলি নি।

কালী। হুজুগ ! এ যদি হুজুগ হয়, তা হ'লে সত্যি যে কি, তা ব'ল্‌তে পারি নি। গঙ্গার ঘাটে দেখে এলুম, তিল রাখ্‌বার জায়গা নেই ; লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গা স্নান ক'রে "বন্দে মাতরম্" ব'লে হাতে রাখী বাঁধ্‌ছে। পাড়ার লোক কেউ উনুনে আগুন দেয় নি। সকলেই আজ এক মতে এক হ'য়ে অন্নত্যাগ ক'রেছে, আর তুমি ব'ল্‌ছ এ হুজুগ ! এ যদি হুজুগ হয়, তা হ'লে আসল জিনিস পৃথিবীতে কিছুই নেই। আজকের দিনে হিঁদু হ'য়ে যদি তোমার ভাত খেতে রুচি হয়—খাওগে, আমি কিন্তু তা ব'লে আজ তোমাকে কিছুতেই রেঁধে দিতে পারবো না। (স্বগত) দাঁড়াও ত আমি

তোমায় ভাত খাওয়াচ্ছি। একবার ইস্কুলের ছেলেদের কাছে খপুর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(প্রস্থান।)

ব্যাকুব। না, এ মহা মুস্কিলে ফেল্লে দেখ্‌ছি। এ মাগীকে ত কিছুতেই রাজী ক'র্‌তে পাল্লুম না। ওকেও ত দেখ্‌ছি "বন্দে মাতরমে" পেয়েছে। আমি হ'লুম রাজা হাঁদারামের সভাপণ্ডিত, আমি কি কারুর হুজুগে কথায় ভুলি বাবা! আর হাঁদারাম যা ক'র্‌বেন, তার ওপর কি আমি কথা কইতে পারি! রাজা হাঁদারাম যে দলের বিপক্ষ, আমি সে দলের সাপক্ষ কি ক'রে হই! না, তা কিছুতেই হ'তে পারে না; তা হ'লে আমার ভাত ভিত্তি সব যাবে। আজ যদি আমি ভাত না খাই, তা হ'লে রাজা হাঁদারাম হয় ত আমার মাসহারা বন্ধ ক'রে দেবে। বাবা! আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম, "বন্দে মাতরম্" ক'ল্লে কি আর আমার পেট ভ'র্‌বে?

(পটলের প্রবেশ।)

পটল। বাবা, বাবা, আজ আমি ভাত খাব না।

ব্যাকুব। কেন—ভাত খাবিনি কেন? কি হ'য়েছে কি?

পটল। আজ কেউ ভাত খাবে না, আমি তবে কেন খাব? বাবা, তুমিও আজ ভাত খেও না।

ব্যাকুব। ছাখ্ পটলা, ও সব কথা তুই শুনিস্ নি। আমার কথা শোন্, আমি তোকে ব'ল্‌ছি—তুই ভাত খাবি।

পটল। না, তা আমি খাব না। তোমাকেও আজ ভাত খেতে দোব না।

ব্যাকুব। তাই ত রে ব্যাটা! তুইও যে একটা বাচ্ছা সুরেন

বাঁড়যো হ'লি দেখ্‌ছি ! তুইও কি ওই "বন্দে" কির দলে গেছ্‌লি না কি ?

পটল। আমাদের ইস্কুলের সব ছেলে "বন্দে মাতরমের" দলে গেছে, আর আমি যাব না ! না গেলে যে তারা আমায় বোক্‌বে।

ব্যাকুব। বোক্‌বে কি রে ব্যাটা ? বোক্‌বে কি ? তুই কার ছেলে, তা কি তারা জানে না ? তুই হ'লি রাজা হাঁদারামের সভা-পণ্ডিতের ছেলে, তোকে আবার বোক্‌বে কি ? খবরদার ব'ল্‌ছি, ও কথা আর মুখে আনিস্‌ নি।

পটল। কেন আন্‌বো না ? সকলে যখন ঐ কথা মুখে আন্‌চে, তখন আমি কেন আন্‌বো না ? অন্য ছেলেদের বাপেরা ত কই তাদের ছেলেদের ও কথা মুখে আন্‌তে বারণ ক'চ্চে না ; তবে তুমি আমায় বারণ ক'চ্চ কেন বাবা ?

ব্যাকুব। ওরে ব্যাটা বোকা, তাদের বাপেরা কি আর রাজা হাঁদারামের সভাপণ্ডিত যে, তাদের ছেলেদের ও কথা ব'ল্‌তে বারণ ক'র্ব্বে ? তারা যদি হাঁদারামের সভাপণ্ডিত হ'ত, তা হ'লে তাদের ছেলেদের "বন্দে মাতরম্‌" ছেড়ে "ব"ও উচ্চারণ ক'র্‌তে দিত না।

পটল। তুমি আমাকে রাজা হাঁদারামের কাছে নিয়ে চল না, ছাখ, আমি তাঁর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে "বন্দে মাতরম্‌" ব'ল্‌তে পারি কি না ? তিনি আমার কি ক'র্‌বেন কি ?

ব্যাকুব। ছাখ্‌ পটলা ! তুই বাপের সাম্‌নে একটু সমিহ্‌ ক'রে কথা ব'ল্‌তে শেখ্‌। তুই ব্যাকুবনাথ তর্কবাগীশের ছেলে, তা জানিস ? খবরদার ব'ল্‌ছি, ও নাম মুখে আনিস্‌ নি।

পটল। ইস্‌ ! মুখে আন্‌বো না,—আমাকে মেরে ফেল্লেও আমি "বন্দে মাতরম্‌" ব'ল্‌তে ছাড়্‌বো না ; এই আমি ব'ল্‌ছি "বন্দে

মাতরম্"—যাও, তুমি তোমার হাঁদারাম রাজাকে ব'লে দাও গে, দেখি তিনি আমার কি করেন ; আমি ফের ব'লছি "বন্দে মাতরম্"।

ব্যাকুব। ভাখ্ পট্‌লা, সাবধান হ' ব'লছি, এখনি গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার ক'র্‌ব।

পটল। তা বেশ ত, তুমি আমার বাবা, তোমার যদি ধর্ম্মে হয়, তুমি আমার জিব টেনে বার কর, আমি তাতে কিছু ব'ল্‌ব না ; কিন্তু তা ব'লে আমি "বন্দে মাতরম্" ব'ল্‌তে ছাড়্‌বো না। "বন্দে মাতরম্"।

ব্যাকুব। ফের ব্যাটা, ওই কথা মুখে আন্‌ছিস্?

পটল। বাবা, তুমি আমাকে যত মাত্তে হয় মার, আমি কিন্তু "বন্দে মাতরম্" ব'ল্‌তে ছাড়্‌বো না। "বন্দে মাতরম্" না ব'ল্লে আমাদের ইস্কুলের ছেলেরা আমাকে তা হ'লে দল থেকে তাড়িয়ে দেবে, আমি একলাটি কেমন ক'রে থাক্‌বো?

ব্যাকুব। যা, তোকে আর ইস্কুলে যেতে হবে না, তুই ঘরে ব'সে থাক্। কিন্তু খবরদার ব'ল্‌ছি, ও কথা আর মুখে আনিস্ নি।

পটল। বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে আর "বন্দে মাতরম্" ব'ল্‌তে বারণ ক'রো না। (পদ ধারণ)

ব্যাকুব। তুই ব্যাটা দেখ্‌ছি ত বেজায় ডেঁপো হয়ে উঠেছিস্, তুই আমার কথার ওপর কথা ক'স, তোর সাহস ত কম নয়! বলি, তোর মামাদের সঙ্গে সুরেন বাঁড়ুয্যের কোন কুটুম্বিতে আছে না কি?

পটল। আচ্ছা বেশ ত, তুমি আমাকে "বন্দে মাতরম্" ব'ল্‌তে বারণ কর না, আমি তা' হ'লে না খেয়ে ম'র্‌ব।

ব্যাকুব। খাবিনি কিরে ব্যাটাচ্ছেলে! তোর বাবা যে, সে

খাবে ! ব্যাটা, যত বড় মুখ, তত বড় কথা ! তুই আমার ছেলে হ'য়ে ব'ল্‌ছিস্ কি না ভাত খাব না।

পটল। আজ ভাত খেতে নেই, তা আমি খাব কেন ?

ব্যাকুব। কে তোকে ব'ল্লে ভাত খেতে নেই ?

পটল। কেন, সবাই ব'ল্‌ছে, কাকী-মা ব'ল্‌ছে, পাড়ার লোকেরা ব'ল্‌ছে, তবে আমি ভাত খাব কেন ?

ব্যাকুব। ফের ব্যাটা ওই কথা ! তোর গাল চিরে আমি ভাত খাইয়ে দোব ; আমি ও সবাইয়ের কথা মানি না। আমি ও দলে নেই ; তোর মা যদি ভাত না রাঁধে, আমি নিজে রেঁধে খাব, তোকেও আমার সঙ্গে খেতে হবে।

পটল। আমি তোমার ভাতের হাঁড়ি ঢিল মেরে ভেঙ্গে দোব।

ব্যাকুব। বলিস্ কিরে ব্যাটা, বলিস্ কি ? তুই হ'লি কি ? তুইও যে একটা ছোটখাট বিপিন পাল হ'য়ে দাঁড়ালি।

পটল। আচ্ছা তুমি ভাত রাঁধ না, আমি এই বাবুদের গিয়ে ব'লে দিয়ে আস্‌ছি। তারা এসে তোমার ভাতের হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবে। (প্রস্থান।)

ব্যাকুব। যা—যা ব্যাটা যা, বাবুরা আমার সব ক'র্‌বে ; বাবু আছে, তারা বাড়ীতেই আছে, আমার সঙ্গে কি ? আমার খুসী, আমি ভাত রেঁধে খাব। আমি এই চল্লুম, ভাত রাঁধ্‌তে চল্লুম। আর এক মিনিটও দেরী ক'র্‌ব না। শালারা আজ বাজার পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রেছে, শালাদের ক্ষমতাও ত কম নয় ; তা' হোক, আমি বাজার না হয় নাই ক'র্‌ব ; ডাল ভাতে ভাত খাব, সে'ও স্বীকার। যাই দুটী ভাত চড়িয়ে দিই গে। (প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(ব্যাকুবনাথের বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা।)

(যোগেন, উপেন ও সুরেন প্রভৃতি ছাত্রগণের প্রবেশ।)

সকলে। "বন্দে মাতরম্"।

যোগেন। দেখ ভাই, কে কোথায় আজ উনুন জ্বাল্‌ছে অনুসন্ধান কর।

উপেন। আজ যে উনুন জ্বাল্‌বে, আমরা তাকে সেই উনুনের আগুনে লোহা পুড়িয়ে ছাঁকা দিয়ে জন্মের মতন দাগরাজী ক'রে ছেড়ে দোব।

সকলে। "বন্দে মাতরম্"।

উপেন। (ব্যাকুবনাথের বাটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এ কি! এ বাড়ীতে ধোঁয়া দেখা যাচ্চে কেন? এ বাড়ীতে কি আজ রান্না হ'চ্চে না কি?

সকলে। তাই ত! তাই ত! দেখ! দেখ! "বন্দে মাতরম্"।

যোগেন। একজন গিয়ে বাড়ীর কাউকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর—এ কিসের ধোঁয়া হ'চ্চে।

সুরেন। বোধ হয় ছোট ছেলেদের জন্যে দুধ জ্বাল দিচ্চে।

(নেপথ্যে ব্যাকুবনাথ জানালা হইতে)

ব্যাকুব। (স্বগত) এই রে! এইবার সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে রে বাবা! (প্রকাশ্যে) বাড়ীতে কেউ নেই, কেউ নেই।

উপেন। কে আপনি কথা ব'ল্‌ছেন, একবার বাইরে আসুন।

ব্যাকুব। আমি—আমি—আমি স্ত্রীলোক, কেমন ক'রে বাইরে যাব গো?

যোগেন। হ'লেই বা স্ত্রীলোক; আজকের দিনে আপনি আমাদের সাম্‌নে আস্‌তে কুণ্ঠিতা হবেন না। আমরা সকলেই আপনার পেটের সন্তান, আপনি আমাদের গর্ভধারিণী জননী। আপনাদের বাড়ীতে আজ ধোঁয়া উড়্‌ছে কেন, তাই আমরা জান্‌তে চাই।

ব্যাকুব। (স্বগতঃ) এই রে, এইবার ব্যাটারা বুঝি সার্‌লে! বাবা! যে দলবলে এসেছে! এখন করি কি? মেরে না আবার পস্তা উড়িয়ে দেয়। কি করি এখন? গিন্নির কথা না শুনে বড়ই অন্যায় কার্য্য ক'রেছি। এখন করি কি? ক'র্‌বই বা কি? এত ভয়ই বা কেন? ওরা আমার কি ক'র্‌বে?

যোগেন। কই, কেউ বাইরে আস্‌ছেন না কেন? শেষ কি আবার আমরা বাড়ীর ভেতর গিয়ে দেখে আস্‌ব? আপনাকে আমরা সকলে মা ব'ল্‌ছি, ছেলের সঙ্গে মার কথা কইতে লজ্জা কি মা? আপনাদের বাড়ীতে এ কিসের ধোঁয়া উড়্‌ছে বলুন। আমরা দেখে চ'লে যাই।

কালী। (নেপথ্য হইতে) বাবা, এ বাড়ীর কর্ত্তাটী আজ নিজে রেঁধে খাচ্ছেন তোমরা দেখ। কিছুতেই কথা শুন্‌লেন না।

যোগেন। অ্যাঁ! বলেন কি? রেঁধে খাচ্ছেন? ইনি হিন্দু না চামার?

কালী। তা তোমরা দেখ বাবা।

যোগেন। ভাই সব, আর কেন, একবার মহামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে আমাদের কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হও।

সকলে। "বন্দে মাতরম্"।

(ব্যাকুবনাথের প্রবেশ।)

ব্যাকুব। কি? কি? কি হয়েছে কি? আমার বাড়ীতে এত গোলমাল কেন?

যোগেন। মশাই, এ কি কথা! আজকের দিনে আপনার বাড়ীতে উনুন জ্বালা হয়েছে কেন?

ব্যাকুব। কৈ? কৈ? কৈ উনুন জ্বালা হয়েছে?

উপেন। এই যে মশাই স্পষ্ট ধোঁয়া দেখা যাচ্চে?

ব্যাকুব। ও-ও-ও—ছেলেদের জন্যে দুধ জ্বাল দেওয়া হ'চ্চে।

যোগেন। ছেলেদের জন্যে দুধ জ্বাল দেওয়া হ'চ্চে, তা বেশ, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমাদের একজনকে নিয়ে গিয়ে আপনি দেখিয়ে নিয়ে আসুন।

ব্যাকুব। দেখিয়ে আনবো আবার কি? আমার কথায় কি তোমাদের বিশ্বাস হয় না? আমি একজন এত বড় পণ্ডিত—আমি তোমাদের আমার অন্দরমহলে নিয়ে যাব কেন?

যোগেন। তাতে দোষ নেই; আপনার বাড়ীর মেয়েরা আমাদের গর্ভধারিণী জননীর মতন; তথাচ আপনি তাঁদের একটু সরিয়ে দিন। আমাদের একজন গিয়ে খালি একবার প্রত্যক্ষ দেখে আসুক, তা হ'লেই আমরা বিদায় হই।

ব্যাকুব। না না, তা হবে না। ছেলের দুধ জ্বাল দেওয়া হ'চ্চে, তা আবার আপনাদের দেখাব কি? না, সে সব এখানে হবে না। বাড়ীর ভেতর আমি কাউকে যেতে দোব না।

উপেন। অনুনয় বিনয়ে না হয়, শেষ আপনিই হবে।

ব্যাকুব। কি হবে কি? আপনারা ক'র্‌বেন কি? জানেন আমি কে? রাজা হাঁদারামকে ব'লে আমি এখনই তা হ'লে তোমাদের নামে অনধিকার প্রবেশের দাবী দিয়ে নালিস ক'র্‌ব।

যোগেন। মশাই, ওসব ভয় আমাদের দেখাবেন না। ওসব ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়ে, জেলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে, আমরা এ কার্য্যে অগ্রসর হয়েছি; কিন্তু এটা নিশ্চয় জান্‌বেন—আমাদের নামে নালিস ক'র্‌লে আপনাকে আর এদেশে সুস্থ শরীরে বাস ক'র্‌তে হবে না।

ব্যাকুব। কেন বল দেখি? এ কি মগের মুলুক পেয়েছ না কি, যে, তোমরা যা ইচ্ছে তাই ক'র্‌বে? আমার খুসী—আমি উনুন জ্বাল্‌ব, রেঁধে খাব; তাতে তোদের কি রে ব্যাটারা? জানিস্ আমি কে? আমি রাজা হাঁদারামের সভাপণ্ডিত। আমার সঙ্গে চালাকি?

যোগেন। আপনি কি হিন্দু নন্? ভারতবর্ষ কি আপনার জন্মভূমি নয়?

ব্যাকুব। না না, আমি তোদের ওসব চ্যাংড়ামীতে নেই। ওসব ক'রে কি হবে?

যোগেন। কি হবে ও কথা ব'ল্‌বেন না; যদি কিছু হয়, ত, এই রকমেই হবে। আমাদের একতা হ'লেই আমাদের সব হবে।

ব্যাকুব। আর একতায় কাজ নেই, বাঙ্গালীর আবার একতা! বলে, যে মার পেটের ভাইকে খেতে দেয় না, ছেলের বে দেবার সময় যারা মেয়ের বাপের গলা কাটে, তাদের আবার একতা হবে? যাও যাও, আমি তোমাদের ও সব জ্যাঠামীর কথা শুন্‌তে চাই নি। আমি তোমাদের ও দলে নেই।

উপেন। তা হ'লে আপনি কি আজ ভাত রেঁধে খাবেন ?

ব্যাকুব। কেন খাব না ? নিশ্চয় খাব।

যোগেন। তবে আমাদের দোষ নেই। ভাই সব, একবার তোমরা করযোড়ে পায়ে ধ'রে এই হিন্দুসন্তানকে আজ অন্ন ভক্ষণে নিষেধ কর। তাতেও যদি উনি না শোনেন, তার পর আমাদের কর্ত্তব্য যা, তা করা যাবে।

সকলে। মশাই, আমরা করযোড়ে আপনার পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছি, আজ এই জাতীয় মহাসম্মিলনের দিনে আপনি অন্ন আহার ক'র্‌বেন না।

ব্যাকুব। যা—যা—মিছি মিছি বিরক্ত করিস্‌ নি।

যোগেন। কি ! এতগুলো ভদ্রসন্তান আপনার পায়ে ধ'রে অনুরোধ ক'চ্চে, এতে আপনার বিরক্তি হ'চ্চে ? আচ্ছা, আর আপনাকে বিরক্ত ক'র্‌ব না। বল ভাই বল—

সকলে। "বন্দে মাতরম্" (সুরেন ও উপেনের অন্দর-মহলে প্রবেশ।)

ব্যাকুব। খবরদার—খবরদার, বাড়ীর ভেতর যেও না,—বাড়ীর ভেতর যেও না ; আমার তরুণী ভার্য্যা আছে। বাড়ীর ভেতর যেও না।

যোগেন। (ব্যাকুবকে ধরিয়া) ভয় নেই, ভয় নেই। তিনি আমাদের মা, আপনি একটুখানি নীরবে এইখানে অবস্থান করুন।

সকলে। "বন্দে মাতরম্"।

(উপেনের ভাতের হাঁড়ি লইয়া বাহিরে আগমন।)

উপেন। মশাই, এই বুঝি আপনার ছেলের দুধ জ্বাল দেওয়া হ'চ্ছিল ? ছি ! ছি ! আপনি না ভট্‌চাজ্জি বামুণ ? আপনার এই ধর্ম্ম ?

ব্যাকুব। হাঁ, আমার এই ধর্ম্ম। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি তোমাদের এর পর দেখে নেব; একবার আমার রাজাকে গিয়ে এই কথা বলি গে।

যোগেন। যা পারেন ক'র্‌বেন। ভাই, ভাতের হাঁড়িটা এই নর্দ্দামার ভেতর ফেলে দিয়ে এস।

(একজনের হাঁড়ি লইয়া প্রস্থান।)

যোগেন। উন্থন কি হ'ল?

স্থরেন। সে চুরমার ক'রে, তাতে জল ঢেলে দিয়ে এসেছি।

যোগেন। আমাদের কর্ত্তব্য সাধন হ'য়েছে। এখন আপনার যা কর্ত্তব্য হয় করুন; আমরা এখন আসি।

সকলে। মশাই, তবে আমরা আসি। নমস্কার।

ব্যাকুব। পুলিস্—পুলিস্, দেখ—দেখ, আমার বাড়ীর ধন দৌলত সব লুটে নিয়ে গেল; আমার স্ত্রীকে বেইজ্জত ক'ল্লে, পুলিস্—পুলিস্, দেখ—দেখ, পুলিস্—পুলিস, ডাকাতি—ডাকাতি।

যোগেন। এখনও ডাকাতি হয় নি, বেশী বাড়াবাড়ি ক'ল্লে শেষ সত্যি সত্যিই ডাকাতি হবে। চল ভাই সব চল, বল—

সকলে। "বন্দে মাতরম্"। (সকলের প্রস্থান।)

ব্যাকুব। দেখ্‌বো!—দেখ্‌বো! পুলিস—পুলিস, আমার মুখের অন্ন ফেলে দিয়ে গেল। দেখ্‌বো—দেখ্‌বো।

(কালীময়ীর প্রবেশ।)

কালী। বীর পুরুষ! আর দেখ্‌তে হবে না। চল, আমি বেশ ভাল সরু চিঁড়ে আর চিনির মুড়কী আনিয়ে রেখেছি, ফলার ক'র্‌বে চল।

ব্যাকুব। কি, আমি ফলার ক'র্‌ব? তা না হয় ক'র্‌ব; কিন্তু, দেখ্‌বো একবার ব্যাটাদের দেখ্‌বো।

কালী। আচ্ছা দেখো এখন, এখন এস—খাবে এস। হাতটা দেখি (হাতে রাখী বাঁধিয়া) একবার বল দেখি "বন্দে মাতরম্"।

ব্যাকুব। এ কি ! আমার হাতে রাখী ! আমার হাতে রাখী !

কালী। হাঁ গো রাখী। এখন এস, আজ থেকে সবাই যে ভাই ভাই হয়েছে। এখন এস—খাবে এস।

ব্যাকুব। ও বাবা ! এ যে দেখ্ছি আমার ঘরের ঢেঁকীই কুমীর। তবে আর ওদের দোষ দেব কি ? যাই, রাজবাড়ীতে যাই, গিয়ে যা হয় একটা এর ব্যবস্থা করি গে। শেষ কি আবার রাজা হাঁদারাম আমার ওপর সন্দেহ ক'রে আমার এতদিনের মাসহারাটা পর্য্যন্ত বন্ধ ক'র্‌বেন।

কালী। কিছু বন্ধ হবে না, ভয় নেই ; এখন তুমি একবার বল দেখি "বন্দে মাতরম্"।

ব্যাকুব। চুপ কর্ মাগী, চুপ কর্ ; আমার বাড়ীতে ও সব কথা মুখে উচ্চারণ করিস্ নি ; রাজার কাণে যদি এ কথা ওঠে, তা হ'লে আমার সর্ব্বনাশ হবে। আমার মাসহারা বন্ধ হবে।

কালী। না, গো-না, কিছু হবে না ; তুমি একবার বল দেখি "বন্দে মাতরম্"।

ব্যাকুব। না, এ মাগী সর্ব্বনাশ ক'ল্লে, খালি ওই কথা মুখে আন্‌ছিস্ ? এখনি পাড়ার লোক জান্‌তে পাল্লে রাজবাড়ীতে গিয়ে খবর দেবে। তা হ'লে আমার সর্ব্বনাশ হবে।

কালী। কিছু হবে না গো, কিছু হবে না ; আমি ব'ল্‌ছি, কিছু হবে না। তুমি একবার বল দেখি "বন্দে মাতরম্"।

ব্যাকুব। না, আমি ও কথা কিছুতেই ব'ল্‌ব না।

কালী। ব'ল্‌বে না, তবে আবার মজা দেখ্‌বে ?

ব্যাকুব। কি, তুই আবার আমায় মজা দেখাবি কি ?

কালী। কি মজা দেখাব ? আবার ওই সব ইস্কুলের ছেলেদের ডেকে পাঠাব।

ব্যাকুব। ও বাবা! এ যে দেখ্‌ছি আমার ঘরের ভাইই বিভীষণ! তুইই বুঝি তা হ'লে খবর দিয়ে এই সব ছেলেদের ডেকে আনিয়েছিস্‌ ?

কালী। হাঁ আনিয়েছি। তুমি যদি "বন্দে মাতরম্‌" না বল, তা হ'লে ফের ওদের ডেকে পাঠাব।

ব্যাকুব। না বাবা না, ক্ষ্যামা দে, আর ওদের ডেকে পাঠাতে হবে না। আমি চুপি চুপি ব'ল্‌ছি। কিন্তু দেখিস্‌, এ কথা যেন কাউকে বলিস্‌ নি। তা হ'লে আমার রাজবাড়ীতে মাসহারা বন্ধ হবে। (ক্ষীণস্বরে) "বন্দে মাতরম্‌"। চল্‌ এখন চিঁড়ে মুড়্‌কী দিবি চল্‌।

কালী। আর একবার ভাল ক'রে বল।

ব্যাকুব। আর নয় রে মাগী, আর নয়, এখুনি কেউ শুন্‌তে পাবে।

কালী। তবে আমি ফের ইস্কুলের ছেলেদের ডেকে পাঠাব।

ব্যাকুব। না—বাবা না, আর ইস্কুলের ছেলেদের ডাক্‌তে হবে না। আমি আর একবার ব'ল্‌ছি (ক্ষীণস্বরে) "বন্দে মাতরম্‌"।

কালী। "বন্দে মাতরম্‌"।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য ।

আহিরীটোলার ঘাট ।

(রাখীওয়ালীগণের প্রবেশ ।)

গীত ।

যদি " রাখীতে " রাখিতে পার একতা-বন্ধন ।
তবে রাখী বেঁধে দিব করিয়া যতন ॥
উঠেছে গগনে রবি ফুটেছে আলো,
এখন জ্ঞানের প্রদীপ সবে হৃদয়ে জ্বালো,
এক হও ভাই ভাই, ভেদাভেদ কাজ নাই ।
রাখী বেঁধে রাখ মান, হও সবে একপ্রাণ,
দেখুক ধরায় সবে খুলিয়া নয়ন ;—
হ'য়েছি আমরা সবে একই জীবন ॥
হিন্দু মুসলমান, হও এক প্রাণ,
তবে ত বাঁধিয়া রাখী হইবে চেতন ॥

(প্রস্থান ।)

(নগ্নপদে সার্ট ও পেণ্টুলেন পরিধানে মিঃ ঘোষের প্রবেশ ।)

মিঃ ঘোষ । দাঁড়াও বাবা, মজা দেখাচ্চি, আমার সঙ্গে লাগা ! জান না আমি কে ? আমাকে এই রকম ক'রে বেইজ্জত করা ? আমি তিন তিনবার বিলেত গেছি, না হয় ব্যারিষ্টারীতে ফেলই হ'য়েছি ; কিন্তু, সাহেবী চাল আমার শিরায় শিরায় ঢুকে রয়েছে । আমার সঙ্গে চালাকী ? আমার জুতো জামা কেড়ে নেওয়া ? I will teach you a good lesson (আই উইল্ টিচ্ ইউ এ গুড্ লেসন্)—পুলিস, পুলিস !

(অভিরামের প্রবেশ ।)

(অভিরামের প্রতি) ওহে, ওহে, একটা কাজ ক'র্ত্তে পার ? একটা পাহারওয়ালা ডেকে দিতে পার ?

অভি। পারাওলা ডাক্‌বো ক্যান্ ? কি, হইছে কি ?

মিঃ ঘোষ। তুমি আগে ডাক না, তার পর কি হ'য়েছে দেখ্‌তে পাবে এখন, আমি আর এ বেশে ওধারে যাব না। কেউ আবার দেখ্‌তে পাবে ?

অভি। আপনকার এমন ব্যাশ্ অইল ক্যান্ ?

মিঃ ঘোষ। সে কথায় তোমার দরকার কি ? তুমি এখন পাহারোলা ডাক্‌বে কি না বল ?

অভি। না মুশয়, আমি ও পুলুশ হাঙ্গামার মদ্দি যাত্তি পার্‌ব না। আপনকার ইচ্ছা হয়, আপনি পারাওলারে ডাকেন ; আমি চল্লাম। (প্রস্থানোদ্যত।)

মিঃ ঘোষ। যা ব্যাটা, বাঙ্গাল যা, না ডাকিস্ নেই নেই, আমি নিজেই পুলিসে যাচ্চি। (স্বগত) একখানা গাড়ী পেলে যে হয়।

অভি। কি মুশয় ! আপনি যে আমারে বাঙ্গাল কইলেন ? জানেন আজ কাল আর সেই স্যা-দিন নাই ? এহন "বন্দে মাতরমের" কৃপায় আমরা সব এক অইছি, এহন আর কল্‌কাত্তার লোক বাঙ্গালরে বাঙ্গাল কইতি পাবা না। এহন সব মোরা বাই বাই অইছি। সব মোরা "বন্দে মাতরমের" বাই। খবদ্দার ! বাঙ্গাল কইবেন না।

মিঃ ঘোষ। যা যা ব্যাটা যা, যা ক'র্ত্তে পারিস্ ক'র্‌গে যা, ব্যাটা আমায় "বন্দে মাতরমের" ভয় দেখাতে এসেছে।

অভি। কি হালার পুত, তুমি মোরে বিটা কইলে ? দাঁড়াও ত হালা ফিরাঙ্গী, তোমারে একবার টারডা পাওয়ায়ে দিচ্ছি। "বন্দে মাতরম্" ভাই সব, দেহ, দেহ, এই হালা ফিরাঙ্গী মোরে গাল পারতিছে, দেহ ; জয় "বন্দে মাতরমের" জয়, জয় "বন্দে মাতরমের জয়।" (নেপথ্য হইতে ছাত্রগণের "বন্দে মাতরম্"।)

(পূর্ণবাবু ও যোগেন, উপেন, সুরেন প্রভৃতি ছাত্রগণের প্রবেশ।)

সকলে। কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?

অভি। দেহ ভাই সব দেহ, এই হালা ফিরাঙ্গী মোরে বিটা বিটা করতিছে দেহ।

পূর্ণ। এ কি ! এ যে মিষ্টার ঘোষ ! তোমার এ রকম অবস্থা কেন ?

মিঃ ঘোষ। তোমাদের "বন্দে মাতরমের" ঠেলায় আমি জুতো খুলিনি বলে জোর করে আমার সব খুলে নিয়েছে, কিন্তু আমি এর প্রতীকার না ক'রে ছাড়ছি না ; এতে যদি আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়, সেও স্বীকার ; আমি একবার এই সব হামবাগ্ রাস্কেল্‌দের গুড্ লেসন্ দোব, তবে ছাড়্‌ব।

সুরেন। Whom do you call humbug rascal sir ? (হুম্ ডু ইউ কল্ হামবাগ্ রাস্কেল্ সার ?)

মিঃ ঘোষ। Those, who are always braying about "Bande Mataram" (দোজ্ হু আর্ অল্‌ওয়েজ্ ব্রেইং এবাউট "বন্দে মাতরম্"।)

সুরেন। Shut up you fool. Do you mean to say that we are all rascals ? (শাট্ আপ্ ইউ ফুল, ডু ইউ মিন্ টু সে দ্যাট্ উই আর্ অল্ রাস্কেল্‌স্ ?)

মিঃ ঘোষ। What's then ? (হোয়াট্‌স্ দেন্) যারা মনে করে যে "বন্দে মাতরম্" ব'লে দেশ উদ্ধার ক'র্‌ব, ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াব, তারা রাস্কেল্ ব্যতীত আর কি হ'তে পারে ?

পূর্ণ। মিষ্টার ঘোষ, কে তোমাকে ব'ল্লে যে "বন্দে মাতরম্" ব'লে আমরা দেশ উদ্ধার ক'র্‌ব, ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াব ? তুমি না লেখা পড়া শিখেছ ? তুমি না তিনবার বিলেত গেছ ? তুমি না আপনাকে সভ্য ব'লে পরিচয় দাও ? এই বুঝি তোমার সভ্যবুদ্ধির পরিচয় ?

মিঃ ঘোষ। তবে তোমরা কেন এ রকম হুজুগ ক'রে বেড়াচ্চ ?

সুরেন। কেন হুজুগ ক'রে বেড়াচ্চি, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না ? তোমার যদি একটু Common sense (কমন্ সেন্স) থাক্‌তো, তা হ'লে কখনই তুমি এ কথা ব'ল্‌তে না। দিন দিন আমাদের অবস্থা কি শোচনীয় হ'চ্চে, তা কি তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না ? একটী পোনর টাকা মাইনের চাকরী খালি হ'লে, সেখানে যে বিশ হাজার বি, এ, এম, এর applications (য়্যাপ্লিকেশন্‌স্) গিয়ে পড়ে, তার মানে কি বল দেখি ? এখনও কি বুঝ্‌তে পারনি, যে, আর দু'দিন বাদে আমাদের পুত্র পৌত্রেরা দুটী ভাতের জন্য লালায়িত হ'য়ে বেড়াবে ? বাঙ্গালী, চাকরীর আশা ত্যাগ না ক'র্‌লে, বাঙ্গালীর আর উপায় নেই। সেই জন্যই আমরা জাতীয় একতায় আবদ্ধ হ'য়ে পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতি লাভের আশায়, এই জাতীয় মহাসম্মিলনের চেষ্টা ক'র্‌ছি। জানি না ভগবানের মনে কি আছে ? কিন্তু, আমাদের পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে না চাইলে, আর আমাদের অন্য উপায় নাই। দু'দিন বাদে তা হ'লে আমরা এই পৃথিবীতে একটা নগণ্য দীন, দরিদ্র,

অন্নবস্ত্রহীন ভিখারী জাতির মধ্যে পরিগণিত হ'ব। পেটে না খেতে পেয়ে ম'রে যা'ব। সেটা কি কখনও একবার ভুলেও ভেবে দেখ না?

মিঃ ঘোষ। তা ভেবে দেখ্‌তে হয়, ভেবে দেখ; কিন্তু এরকম ক'রে চীৎকার ক'ল্লেই কি হবে?

সুরেন। ম্যালেরিয়া ও দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, ক্ষুধায় কাতর, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, পরপদদলিত নিদ্রিত জাতিকে জাগরিত ক'ত্তে হ'লে একটু চীৎকারের আবশ্যক, তা কি তুমি জান না? আমরা চেঁচাচ্চি কেন?—আমরা চেঁচাচ্চি কেন, তা জান? আমাদের ভবিষ্যৎ ভীষণ দুর্দ্দশার ছবি আমাদের চক্ষের উপর অঙ্কিত হয়েছে; আমাদের স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন ভবিষ্যতে দুটী অন্নের জন্য শুষ্কমুখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে, কুকুরের ন্যায় বিতাড়িত হবে; তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চি। এ দেখেও কি কেউ কখনও নীরবে অবস্থান ক'ত্তে পারে? যে পারে, সে কি মানুষ? তুমি আজ এটর্ণীর বাড়ীর একটী ভাল চাকরী পেয়েছ, তাই বুক ফুলিয়ে সাহেব সেজে, গর্ব্ব দেখিয়ে বেড়াচ্চ; কিন্তু তোমার ছেলে যে আবার এমন চাকরী পাবে, সে আশা তুমি ক'রো না। তুমি ভবিষ্যৎ ভাব না, তাই আমাদের মতের বিরুদ্ধাচরণ ক'ত্তে কুণ্ঠিত হ'চ্চ না। কিন্তু, যদি একবার একটু চোখের পর্দ্দা খুলে ভবিষ্যতের দৃশ্যটা মনোযোগের সহিত দেখ; তা হ'লে বুঝ্‌তে পার যে, কেন আমরা চেঁচাচ্চি! ভাই, আমাদের এ চীৎকার রাজ-বিদ্রোহের চীৎকার নয়, ইংরাজ-বিদ্বেষের চীৎকার নয়,—অত্যাচার-প্রপীড়িত কাঙ্গালীদের পেটের জ্বালার। চীৎকার,—রাজদ্বারে উদরান্নের জন্য ভিখারীগণের আর্ত্তনাদ। এ চীৎকার শুনে যদি কেউ আমাদের রাজ-বিদ্বেষী বলে, তা হ'লে সে কখনই মানুষ নয়। রাজ-

স্বভায় যদি কেউ মানুষ থাকেন, যদি কেউ হৃদয়বান্ ব্যক্তি থাকেন, তা হ'লে তিনি অবশ্যই বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, বাঙ্গালী আজ কেন কাঙ্গালীর মতন চীৎকার ক'চ্চে।

মিঃ ঘোষ। তা, বেশ! চীৎকার ক'চ্চ কর। কিন্তু, আবার বিলিতী জিনিস ব্যবহার ক'র্‌ব না, এ প্রতিজ্ঞা ক'চ্চ কেন?

পূর্ণ। আর আমরা বিলাতী জিনিস ব্যবহার ক'র্‌ব কি ক'রে ভাই? দীন, দরিদ্র, অন্নবস্ত্রহীন জাতির কি আর অতো বাবুয়ানা ভাল দেখায়? ঘরে ভাত নেই, গায়ে এসেন্স্ মাথ্‌লে, কি হবে ভাই? সৌখীন ধনবান্ জাতিরাই বিলিতী জিনিস ব্যবহার ক'র্‌বে। আমাদের দেশের জিনিষ, অনাদরে প'ড়ে গড়াগড়ি যাবে, আমাদের দেশের লোক অন্নহীন হ'য়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌বে, আর আমরা বিলিতী জিনিষ কিনে বাবু হ'য়ে বেড়াব? ধিক্! আমাদের জীবনে শতধিক্! যারা এই সামান্য কথাটা বুঝ্‌তে পেরেও বিলিতী জিনিস্ কিন্‌তে কুণ্ঠিত হয় না, তাদের জীবনেও শতধিক্!

মিঃ ঘোষ। তোমরা যা ব'ল্‌ছ, তা সত্য; কিন্তু, তোমরা জান যে; এ-রকম ক'রে British goods boycott (ব্রিটিস্ গুড্‌স্ বয়্‌কট্) ক'ল্লে রাজবিদ্রোহিতা প্রকাশ করা হয়?

সুরেন। রাজবিদ্রোহিতা! ভাই, বাঙ্গালী, কাঙ্গালীর জাতি, রাজবিদ্রোহিতা ক'ত্তে জানে না; আর যাঁরা মনে করেন যে, এই অস্ত্রশস্ত্রহীন জাতি রাজবিদ্রোহিতায় লিপ্ত হবে, তাঁরা যে নিশ্চয়ই বিকৃতমস্তিষ্ক বাঁদুরে বুদ্ধির লোক, তার আর কোন সন্দেহই নেই। এই সসাগরা ধরণীশ্বর দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত রাজরাজেশ্বর ইংরাজজাতি, যদ্যপি আজ এই অত্যাচার-প্রপীড়িত দীন হীন

বঙ্গপ্রজার কাতর ক্রন্দনে রাজদ্রোহের লক্ষণ দর্শন করেন; তা হ'লে তাঁদের মৃত্যুই ভাল,—রাজ্যেশ্বর নাম পরিত্যাগ ক'রে তা হ'লে তাঁদের বনগমন করাই ভাল। যাঁদের একটী কামানে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত ক'ত্তে পারে, তাঁরা যদি আবার বাঙ্গালীর উপর বৃথা রাজ-বিদ্রোহের সন্দেহ ক'রে প্রজাপীড়ন কর্‌বার মতলব ক'রে থাকেন, তা হ'লে তাঁদের কর্ম্মচারিবৃন্দকেও শতধিক্ ! বুকের রক্ত দিয়ে, চোখের জলে ভিজিয়ে, শতশত অভিযোগ-পত্রেও রাজার নিদ্রাভঙ্গ হ'ল না ! বিলাতের কেউ একবার এই দীনহীন রাজ-ভক্ত ভারতপ্রজার প্রতি কৃপাদৃষ্টিও ক'ল্লেন না ! তাই আমরা আজ বিলিতী জিনিস Boycott (বয়্‌কট্) ক'রে রাজা কিংবা বিলাতের রাজকর্ম্মচারিবর্গের নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা ক'র্‌ছি। এ আমাদের রাজ-বিদ্রোহের চীৎকার নয় ভাই,—রাজবিদ্রোহের চীৎকার নয়; এ-রাজ-দ্বারে দীন দরিদ্র প্রজার কাতর ক্রন্দন ! আমরা ক্ষুধার জ্বালায় দিন রাত্রি জ্ব'লে ম'র্‌ছি, আমরা আবার রাজবিদ্রোহ ক'র্‌ব কি ভাই ?

মিঃ ঘোষ। এখন আমি দেখ্‌ছি, তোমাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, রাজার নিদ্রাভঙ্গ না হ'লে আমাদের আর অন্য উপায় নাই,—এ কথা অতি সত্য।

সুরেন। তাই আমরা আজ স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহাররূপ অভিযোগপত্র ঘোষণা ক'চ্চি। দেখি, এতেও যদি বিলাতের বণিক্‌সম্প্রদায় ভারতপ্রজার অভাব অনুভব ক'রে রাজদ্বারে আমাদের কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

মিঃ ঘোষ। ওঃ ! তা হ'লে এ তোমাদের Process of petition to the King and Emperor of India. (প্রসেস্ অফ্ পিটিশন্ টু দি কিং য়্যাণ্ড্ এম্পারার্ অফ্ ইণ্ডিয়া)।

পূর্ণ বাবু। certainly so (সার্‌টেন্‌লি সো), এও যদি তুমি বুঝ্‌তে না পেরে থাক, তা হ'লে তোমার লেখা পড়া শেখাকেও ধিক্‌ !

মিঃ ঘোষ। আমি এত দিন এসব কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি ভাই ! মনে ক'র্‌তুম, কতকগুলো হুজুগে জুটে, হুজুগ্‌ ক'রে বেড়াচ্ছে ; কিন্তু এখন বুঝ্‌লুম যে, না,—এ হুজুগ নয়, এর ভেতর বেশ Substance (সাব্‌স্‌ট্যান্স্‌) আছে। আজ থেকে আমি তোমাদের "বন্দে মাতরম্‌" দলের একজন পৃষ্ঠপোষক হ'লুম। বল বল, সবাই মিলে বল ভাই "বন্দে মাতরম্‌"।

সকলে। "বন্দে মাতরম্‌"।

(বালকগণের প্রবেশ।)

গীত।

নির্ম্মল রবি-করধারিণী।
শ্যামলা মুনি-মনোহারিণী ॥
লোকপালিনী ভুবনমোহিনী—
নমি তব পদে ওমা বঙ্গভূমি ॥
অনন্ত সুষমা কত তোমাতে বিকাশে,
মধুর জোছনা-রাশি সুধাকর বরষে,
শুভ্র তুষার-ভার, মরি কিবা মনোহর,
তব শিরে শোভিতেছে, ওমা লোকপালিনী।
পদ চুমি নীলাম্বুধি, গর্জ্জিতেছে নিরবধি,
তবে কে বলে মা তুমি কাঙ্গালিনী !
বীর-প্রসবিনী, বীর-জননী,
রত্নগর্ভা মাগো জগজনবন্দিনী।
মহা মহীয়সী, রূপসী শ্রেয়সী,
জাগ জাগ মা, জীবক্ষুধাহারিণী ॥

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

—০—

হাঁদারামের বৈঠকখানা।

(হাঁদারাম ও মোসাহেবগণ।)

হাঁদা। বুঝ্‌লে ত ? আমি যা ব'লেছিলুম, সত্যি কি না ?

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ খুব সত্যি, খুব সত্যি, সত্যির টিকটিকী।

হাঁদা। বলি কামান দেখেছ ত ?

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ দেখিছি, দেখিছি, খুব দেখিছি।

১ম মোসা। ঠিক যেন একটা ঢেঁকীর মতন।

২য় মোসা। ঠিক কথা, ঠিক কথা, বিন্দু পিসীকে একটা কামানে ঢেঁকীতে ধান ভানতে দেখিছি।

হাঁদা। বাবা, সেই কামান যখন ছুঁড়্‌বে, তখন একবার মজাটা দেখ্‌বে! বাবা, ইংরেজের সঙ্গে চালাকী ?

সকলে। মহারাজ, আর ব'ল্‌বেন না, আর ব'ল্‌বেন না, আমাদের গা হাত পা সব ঝিম্‌ ঝিম্‌ ক'চ্চে।

হাঁদা। আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, এদের কি সাহস !

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ, যা ব'লেছেন, যা ব'লেছেন।

১ম মোসা। ঠিক যেন হনুমান, হনুমান।

হাঁদা। না—হে—না, হনুমান নয়, এ ব্যাটাদের মরবার পালক উঠেছে।

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ ঠিক ব'লেছেন, ঠিক ব'লেছেন।

১ম মোসা। পালক ব'লে পালক— ঠিক যেন শকুনির পালক !

২য় মোসা। আচ্ছা মহারাজ, সুরেন বাঁড়ুয্যের না কি ফাঁসি হ'য়ে গেছে ?

হাঁদা। না না এখনও হয়নি, তবে শীঘ্রই হবে।

১ম মোসা। মহারাজ, আমি শুনিছি—আপাততঃ দাড়ি কামিয়ে তেল মাখিয়ে রাখ্‌বার হুকুম হয়েছে।

হাঁদা। তা হ'তে পারে, হ'তে পারে; এ কথা কোনও কাগজে প'ড়েছ না কি?

১ম মোসা। আজ্ঞে হ্যাঁ, একখানা ওই যে কি, বড় ইংরিজী কাগজে,—তাতে এই রকম সব অনেক ভাল ভাল খবর লেখা আছে।

হাঁদা। আর কিছু খবর প'ড়েছ না কি?

সকলে। বল, বল, আর কিছু প'ড়ে থাক ত মহারাজকে বল।

১ম মোসা। আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক কথা তাতে লেখা ছিল,—এই ভূপেন বোসের দ্বীপান্তর, মণীন্দ্র নন্দীর বিষয় কেড়ে নেওয়া, সূর্য্যকান্তকে জ্যান্ত পুতে ফেলা, পশুপতি বোসকে জেলে প্রেরণ, বিপিন পালের মুখ সেলাই ক'রে দেওয়া, সায়েদহোসেনকে নজরবন্দী, এই রকম অনেক ভাল ভাল কথা তাতে লিখেছে দেখ্‌লুম।

হাঁদা। বস্‌ বাবা, আমি যা ব'লছিলুম, তাই হ'য়েছে। দেখ্‌লে ত, আমার কথা ঠিক কি না দেখ্‌লে ত? আমি যখন পুলিশে চিঠি লিখিছি, তখন কি আর রক্ষে আছে।

সকলে। ঠিক, খুব ঠিক, একেবারে কড়ায় গণ্ডায় মিলে গেল।

হাঁদা। নাও এখন হুজুগ কর, হুজুগ কর। কেমন হ'য়েছে?

সকলে। হুঁ হুঁ বাবা, মহারাজের কথা না শুন্‌লে শেষ ঐ রকমই হয়। কেমন হ'য়েছে?

হাঁদা। ওহে দেখ! দেখ! ঐ কি একখানা ইংরিজী কাগজের কথা না কি ব'ল্লে, ঐ কাগজখানা একবার প'ড়ে মানে ক'রে আমায় বুঝিয়ে দিতে পার?

সকলে। আজ্ঞে আমি পারি, আমি পারি, আমি পারি।

১ম মোসা। আজ্ঞে আমি ডফ্‌ সাহেবের ইস্কুলে আমি পোনর দিন প'ড়েছি, আমি আপনাকে মানে ক'রে প'ড়ে শোনাব এখন।

(ব্যাকুবনাথের প্রবেশ।)

ব্যাকুব। মহারাজ, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ! আমায় রক্ষা করুন ! রক্ষা করুন !

সকলে। কি হ'য়েছে ? কি হ'য়েছে ?

হাঁদা। আমি কি বাড়ীর ভেতর ঢুকে প'ড়্‌ব না কি ?

সকলে। ও বাবা ! তবে আমরা কোথায় যাব ?

হাঁদা। বাবা, আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম ! তোমাদের ভাবনা তোমরা ভাব বাবা, আমি আর তোমাদের জন্যে ভাব্‌তে পার্‌ব না।

সকলে। না—না, মহারাজ আর কারও ভাবনা ভাব্‌তে পার্‌বেন না।

ব্যাকুব। মহারাজ, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ! মহারাজ, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে !

হাঁদা। কি হ'য়েছে কি ?

ব্যাকুব। আজ্ঞে—কতকগুলো ইস্কুলের ছেলে আমার বাড়ীতে ঢুকে আমার ভাতের হাঁড়ি নর্দ্দামায় ফেলে দিয়েছে।

হাঁদা। কি ! এত বড় স্পর্দ্ধা !

সকলে। মেরেই ফেল্‌ব জানে না ? আমাদের সঙ্গে চালাকী ? আমরা মহারাজের লোক, তা ছেলেরা জানে না ?

ব্যাকুব। না, মহারাজ—না, তারা কাউকেই ভয় করে না। ব্যাটারা সটান্‌ আমার বাড়ীর ভেতর ঢুকে গিয়ে, একেবারে

আমার তৈরী ভাতের হাঁড়ীটী নিয়ে নর্দ্দামায় ফেলে দিলে! মহারাজ, এর বিচার করুন, মহারাজ এর বিচার করুন।

সকলে। এর বিচার ত মহারাজকে ক'র্ত্তেই হবে।

হাঁদা। কি, আমার সভাপণ্ডিতের ভাতের হাঁড়ী নর্দ্দামায় ফেলে দেওয়া! এ কি মগের মল্লুক পেয়েছিস্ না কি?

সকলে। তা—না—ত—কি? তা—না—ত—কি?

১ম মোসা। তাই ফেল্লি ফেল্লি—না হয় একটা ভাল জায়গাতেই ফেল্, তা নয় একেবারে নর্দ্দামায় ভাতের হাঁড়ি। এ-ত ব্যাটাদের আস্পর্দ্ধা কম নয়!

হাঁদা। ভট্চাজ্, তুমি নালিস কর, নালিস কর, অত আস্কারা দিও না। ব্যাটারা তা হ'লে নাগাল চ'ড়বে—আজ তোমার বাড়ীতে ঢুকেছে, কাল আমার বাড়ীতে ঢুকবে; যাও, তুমি নালিস ক'রে এস। আগে ঐ সুরেশ সমাজপতি ব্যাটার নামে নালিশ কর, ঐ বেটাই "বন্দে মাতরম্" দলের প্রধান পাণ্ডা।

সকলে। আজ্ঞে হাঁা, নালিস ত ক'র্ত্তেই হবে, আপনি যখন ব'ল্চেন তখন নালিস ত ক'র্বেনই—যান ভট্চাজ্জি মশাই, ঝট্ ক'রে নালিস ক'রে আসুন।

ব্যাকুব। আজ্ঞে আপনি যখন ব'ল্‌ছেন, তখন নালিস ত ক'র্বুই, তবে কি জানেন—বড়ই অর্থাভাব, দিন চলে না, রাজে-জের ওই চাকরীটী মাত্র ভরসা, তাই ভাব্‌ছি; তা না হ'লে এতদিন ত ব্যাটাদের সব জেলে পূরে দিতুম। বিশেষ যখন আপনি এ মতে মত প্রদান [illegible]চ্চেন।

সকলে। মহারাজের এতে সম্পূর্ণ মত। ভট্চাজ্জি মশাই যান, আপনি কোশাকুশী বেচেও ব্যাটাদের নামে নালিস করুন, ব্যাটারা জোর ক'রে বাড়ীর ভেতর ঢোকে, এত বড় আস্পর্দ্ধা!

(নেপথ্যে ছাত্রগণের "বন্দে মাতরম্" শব্দ।)

হাঁদা। এ কি! এ কি! আমার বাড়ীতে "বন্দে মাতরম্" কেন?

ব্যাকুব। মহারাজ, স'রে পড়ুন, স'রে পড়ুন, সেই ব্যাটারা দেখ্‌ছি সব এসেছে। ও বাবা, এই দিকেই যে সটান আস্‌ছে।

হাঁদা। পুলিসে খবর দাও, পুলিসে খবর দাও; ম্যানেজার— ম্যানেজার, দরওয়ানকে ডাক—দরওয়ানকে ডাক।

(একটি বাক্স লইয়া যোগেন, উপেন, স্থরেন, পূর্ণ-বাবু প্রভৃতি ছাত্রগণের প্রবেশ।)

যোগেন। মহারাজ, মায়ের ভাণ্ডারে কিছু ভিক্ষা দিন।

হাঁদা। ভিক্ষা? ভিক্ষা? কিসের ভিক্ষা? আমি কেন ভিক্ষা দেব? কাকে ভিক্ষা দেব?

যোগেন। মায়ের ভাণ্ডারে, এতে সবাই ভিক্ষা দিচ্ছেন।

হাঁদা। মায়ের ভাণ্ডার! এ কোন্ মায়ের ভাণ্ডার?

যোগেন। ভারত মাতার ধনভাণ্ডার। আপনি কি জানেন না? আজ সকলেই মায়ের ভাণ্ডারে যথাসাধ্য ভিক্ষা দিচ্ছেন।

ব্যাকুব। ভারত মায়ের ভাণ্ডারে ভিক্ষা? কেন রত্নগর্ভা মা কি আমাদের ভিখারিণী হ'য়েছেন?

যোগেন। রত্নগর্ভা এখন শূন্যগর্ভা হ'য়েছেন।

ব্যাকুব। আমি ও কথা শুন্‌তে চাই না; ওসব, খালি ঠকাবার মতলব। রত্নপ্রসূ ভারত মাতা আবার ভিখারিণী কি? এ কথায় আমি বিশ্বাস করিনি। এ সব জুচ্চুরির মতলব।

হাঁদা। ঠিক কথা, ঠিক কথা, আমিও ওই কথা বলি। ভারত মাতা আবার ভিখারিণী কি? এ সব মিথ্যে কথা, আমি ভিক্ষে দোব না।

যোগেন। ভিক্ষে দেবেন না কি ? দেশশুদ্ধ লোক ভিক্ষে দিচ্ছে, আর আপনি দেবেন না ?

ব্যাকুব। ঠিক কথা, ঠিক কথা, মহারাজ যা ব'ল্‌ছেন ঠিক কথা ; দেশশুদ্ধ লোক যদি বোকা হয়, তা হ'লে আমরাও কি তাদের সঙ্গে বোকা হব ?

উপেন। ভট্‌চাজ, একটু চুপ্‌ কর, তা ন'ইলে তোমার টিকি কেটে নোব।

ব্যাকুব। কি, এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা তোমরা আমায় বল ! তোমরা আমার টিকি কেটে নেবে ? জান আমি কার সভাপণ্ডিত ? দেখুন মহারাজ, দেখুন, আপনার সাম্‌নেই আমার টিকি কেটে নেবে ব'ল্‌ছে দেখুন।

হাঁদা। ইস্‌, টিকি কাট্‌লেই অমনি হ'ল ; এ কথা তো হ'লে আমি প্রিভি কাউন্‌সিলে মুভ্‌ ক'র্‌ব তা জান ? আমার সভা-পণ্ডিতের যে টিকি কাট্‌বে, তাকে আমি ফাঁসি দোয়াব তা জান ?

উপেন। মহারাজ কি মানগাছে, আমাদের ফাঁসি দেবেন না কি ?

হাঁদা। দেখ, তোমাদের আমি ভাল কথায় ব'ল্‌ছি, তোমরা এখান থেকে চ'লে যাও। আমি ওসব চাঁদা টাদা কিছুই দোব না।

মোসা-গণ। যাও সব বেরিয়ে যাও। শীগ্‌গির যাও ! চাঁদা দোব না ! যত জোচ্চোর সব এক হ'য়ে খালি লোককে ঠকাতে আরম্ভ ক'রেছ ?

ব্যাকুব। রাজবংশের উচ্চ পদ খালি, আমাদের রাজা আজ বাদে কাল মহারাজা হবেন, আর তোমাদের হুজুগে চাঁদা দিয়ে শেষে সে আশাটীতে জলাঞ্জলি দিন। যাও সব যাও ! আমরা চাঁদা দোব না।

যোগেন। আচ্ছা বাবা, চাঁদা না দাও নেই নেই, কিন্তু ভট্‌চাজ্জি মশাই, তোমার ঐ টিকিটী আমাদের ভিক্ষা দিতে হবে।

ব্যাকুব। (টিকি ধরিয়া) দেখুন, মহারাজ দেখুন! আমার টিকি কেটে ন্যায় দেখুন।

হাঁদা। তা যাক্ ভট্‌চাজ, তা যাক্। যদি ভিক্ষার বদলে ভট্‌চাজ, তোমার ঐ টিকিটীর উপর দিয়ে, এ পাপ আমার বাড়ী থেকে বিদেয় হয়, তা হোগ্।

ছাত্রগণ। "বন্দে মাতরম্"। রাজা হাঁদারামের হুকুম হ'য়েছে, রাজা হাঁদারামের হুকুম হ'য়েছে, ভট্‌চাজের টিকি কেটে নাও, টিকি কেটে নাও। (ছাত্রগণ কর্ত্তৃক টিকি কর্ত্তন।)

ব্যাকুব। মহারাজ, গেলুম! গেলুম! আমায় রক্ষা করুন! রক্ষা করুন!

হাঁদা। স'য়ে যাও ভট্‌চাজ্, স'য়ে যাও, টিকি গেলে টিকি আবার হবে—ভয় নেই।

যোগেন। রাজা হাঁদারাম যদিও আমাদের চাঁদা দিলেন না বটে, কিন্তু তাঁর সভাপণ্ডিতের এই টিকিটা যদি কেউ আপনারা কিনে নেন্, তা হ'লে আমাদের মায়ের ভাণ্ডারে বোধ হয় কিছু অর্থ সংগ্রহ হ'তে পারে, কারণ, এটী একটী দেশবিদ্বেষীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। আপনারা কেউ কি এ টিকিটী কিন্‌বেন ?

সকলে। "বন্দে মাতরম্"! (ছাত্রগণের প্রস্থান।)

ব্যাকুব। উঃ! মহারাজ গেছি, ব্যাটারা আমার বেম্মতেলোর মাংস পর্য্যন্ত তুলে নিয়ে গেছে! ওরে বাবা রে গেলুম রে! এ শালা "বন্দে মাতরম্" কি কুক্ষণেই এদেশে এল রে! শেষ আমার পৈতৃক টিকিটী পর্য্যন্ত গেল রে! (ক্রন্দন।)

১ম মোঃ। ভট্‌চাজ, কেঁদ না, কেঁদ না ; ভয় নেই, ভয় নেই, মহারাজ তোমার টিকির মূল্য ধ'রে দেবেন—মূল্য ধ'রে দেবেন।

হাঁদা। ভট্‌চাজ্, এস, তুমি এস, এর প্রতীকার-চেষ্টা দেখা যাক্ এস। (প্রস্থান।)

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ চলুন, চলুন, লাট সাহেবকে একবার ডেকে পাঠাবেন চলুন। (প্রস্থান।)

ব্যাকুব। আর লাট সাহেব এসে ত আমার সবই ক'র্‌বে। আমার এত দিনের সাধের টিকিই যখন গেল, তখন আর লাট সাহেব কি ক'র্‌বে রে বাবা! এই যেমন ব্যাটা রাজা হাঁদারাম, আমিও তেমনি তার সভাপণ্ডিত হ'লুম "লাঙ্গুলহীন শৃগাল"। "হবা রাজার—গবা মন্ত্রি"। (প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বিডন স্কোয়ার।

(সিগারেটওয়ালা ও সিগারেটওয়ালীর প্রবেশ।)

গীত।

এনেছি দেশী সিগারেট।
পরখ ক'রে দেখ দেখি একটী প্যাকেট ॥
দেশী মাদ্‌রাজী তামাক, খেলে হবে গো অবাক্,
আবার সুগন্ধে মন উঠ্‌বে মেতে, আর থাক্‌বেনাকো হেট ॥
দেশের জিনিস আদর ক'রে খাও না সবাই ভাই,
আর বিদেশীতে কাজ কি তোমার, ও ছাড় না বালাই,
দেশে আর অভাব কিছুই নাই ;—
এখন যা চাইবে, তাই ঘরেই পাবে,
ক্রমে ক্রমে সবই হবে ;—
আর দেশের লোকের রুটী মেরে, ভরিও না বিদেশীর পেট ॥

(প্রস্থান।)

(কাগজাবৃত বিলাতী কাপড় হস্তে নরেনের প্রবেশ।)

নরেন। আমি ও সব মানি না বাবা ; কেমন লুকিয়ে কিনিছি, কেউ টের পায় নি। বাবা ! দেশী মিলের কাপড়ের পায়ে দণ্ডবৎ, সে কাপড় আবার মানুষে কখন প'র্‌তে পারে ! ঠিক যেন চট ! চট ! বিলিতী কাপড়ের কাছে কি কাপড় আছে ? মুখু্য ব্যাটারা বলে কি না বিলিতী কাপড় কিনো না ; আরে বিলিতী কাপড় যদি না প'র্‌বি, তবে বাঁচ্‌বি কেমন ক'রে ? ফতো বাবুয়ানা চ'ল্‌বে কি ক'রে ?

(ননীর প্রবেশ।)

ননী। কি হে নরেন, হাতে কি ?

নরেন। ও কিছু নয়, কিছু নয়, ও একটা জিনিষ।

ননী। বলি, কি জিনিষ দেখি না।

নরেন। না, না, আর দেখে না, ও একটা আমার প্রাইভেট্ জিনিষ।

ননী। কি এমন প্রাইভেট্ জিনিষ বাবা, যে,—আমি দেখ্‌তে পাই না।

নরেন। না, হে না, ও তোমাকে দেখাবার নয়, আমি চ'ল্লুম ; আমার বিশেষ দরকার আছে।

ননী। (নরেনের হাত ধরিয়া) আহা একটু দাঁড়াও না, কি জিনিষটা কিন্‌লে একবার দেখি।

নরেন। না, না, ও দেখাবার জিনিষ নয় ; তুমি হাত ছাড়, হাত ছাড়, আমি যাই, আমার বিশেষ দরকার আছে।

ননী। দেখ ভাই, তুমি যখন আমাকে দেখাতে কুণ্ঠিত হ'চ্চ, তখন তুমি নিশ্চয় কোন বিলিতী জিনিষ কিনেছ।

নরেন। হাঁ আমি বিলিতী জিনিষ কিনিছি ! তোমার যেমন বিদ্যে !

ননী। তা বেশ, না কিনে থাক নেই নেই, তবে কি কিনেছ আমাকে দেখাও না?

নরেন। যাই কিনি না, তোমাকে আমি দেখাব কেন?

ননী। তোমার কথা শুনে মনটা কি রকম ছাঁত ছাঁত ক'চ্চে, তাই দেখ্‌তে চাচ্চি, অনেক আবার ঘরের ঢেঁকীই কুমীর আছেন কি না, আমার বোধ হয় তুমি বিলিতী কাপড় কিনেছ।

নরেন। তা বেশ, কিনে থাকি কিনিছি, তাতে তোমার কি? আমার খুসী আমি কিন্‌বো।

ননী। দেখ নরেন, একথা তোমার বলা ভাল দেখায় না, তুমি কার ছেলে তা জান?

নরেন। হাঁ, হাঁ, জানি জানি, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমার দেরী হ'য়ে গেল।

ননী। দেখ ভাই, আমার স্পষ্ট কথা, তোমার ঐ কাগজ-মোড়া জিনিষটা না দেখে আমি তোমায় কিছুতেই ছাড়্‌ছি না, তা এতে তুমি আমায় যা করবার তা কর।

নরেন। ননী, তুই না আমার ফ্রেণ্ড্? তোর কি এই ফ্রেণ্ড্‌শিপ্? তুই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমায় অপমান করবার মতলব ক'চ্চিস্?

ননী। তুমি যদি যথার্থ বিলিতী কাপড় কিনে থাক, তা হ'লে আমি তোমার ফ্রেণ্ড্ নই; এটা নিশ্চয় জেনো—তা হ'লে আমি তোমার শত্রু। অপমানের কথা ব'ল্‌ছ কি? আমি তা হ'লে তোমায় হাড়ির হাল ক'র্ব্বো তবে ছাড়্‌ব। যে সকল নরাধম এই জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে জাতীয় একতায় যোগদান না করে, তারা কি আবার মানুষ? তাদের সঙ্গে আমাদের আবার কিসের সম্পর্ক?

নরেন। দেখ্ ননী, বেশী চালাকি করিস্‌নি ব'ল্‌ছি ; আমি তোদের ও হুজুগের ভেতর নেই।

ননী। না থাক, নেই নেই ; তোমার মতন একটা নগণ্য কীটের সহানুভূতি না থাক্‌লে, আমাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু তুমি বিলিতী জিনিষ কিনেছ কি না তাই জান্‌তে চাই।

নরেন। হ্যাঁ কিনিছি, তুই আমার কি ক'র্‌বি কি ?

ননী। দেখ, ভাল কথায় ব'ল্‌ছি—তুমি কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে এস, তা না হ'লে আমি বন্ধুত্বের খাতির রাখ্‌বো না।

নরেন। কেন বল দেখি ? এতটা নেওটোপনা কেন ক'চ্চ বল দেখি ? এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছ না কি ?

ননী। দেখ নরেন, আমি তোমাকে ভদ্রলোক—উচ্চ বংশোদ্ভব ব'লে একটু ভালবাস্‌তুম, কিন্তু আজ তোমার ব্যবহার দেখে তোমার ওপর আমার ঘৃণা হ'য়ে গেছে। ছি ! ছি ! এই কি তোমার মনুষ্যত্বের পরিচয় ? তুমি বাঙ্গালী হ'য়ে বিলিতী কাপড় কিন্‌লে ! ধিক্ ! তোমার জীবনে ধিক্ !

নরেন। দেখ্ ননী, মুখ সাম্‌লে কথা ক ব'ল্‌ছি। আমার খুসী আমি বিলিতী জিনিষ কিন্‌বো ; আমি তোমাদের ও স্বদেশী হুজুগে থাক্‌বো না। তোমরা আমার কি ক'ত্তে পার ক'রো।

ননী। কি ক'ত্তে পারি দেখ্‌বে ?

নরেন। হ্যাঁ দেখ্‌বো—দেখাও না ?

ননী। তবে দেখ, "বন্দে মাতরম্"।

(নেপথ্যে যোগেন, উপেন, সুরেন, পূর্ণবাবু প্রভৃতি ছাত্রগণের "বন্দে মাতরম্" বলিয়া প্রবেশ।)

উপেন। কি হ'য়েছে ? কি হ'য়েছে ? কে "বন্দে মাতরম্" ব'লে চীৎকার ক'ল্লে ?

ননী। আমি ; দেখ ভাই সব দেখ,—এই বাঙ্গালী-কুলকলঙ্ক, মনুষ্যত্বহীন নরপশু, ভদ্রবংশে অভদ্রের অবতার, আজ লুকিয়ে বিলিতী কাপড় কিনে নিয়ে যাচ্চে দেখ।

সকলে। অ্যাঁ বলেন কি! বলেন কি!

উপেন। কি মশাই, এ কি কথা! সত্যি সত্যিই আপনি বিলিতী জিনিষ কিনেছেন না কি?

নরেন। ননী, ভাই, এই তোমার ধর্ম্ম?

ননী। তুমি ধর্ম্ম দেখিও না নরেন, তোমার ধর্ম্মটা একবার ভেবে দেখ দেখি? এই কি তোমার মানুষের মতন কাজ করা হয়েছে?

উপেন। আর কথায় দরকার নেই, কাণ ম'লে কাপড় জোড়াটী কেড়ে নিয়ে, ওঁর সাম্‌নে পুড়িয়ে ফেল।

ননী। না ভাই, আর কাণ ম'লে দরকার নেই ; এ রকম অকাল কুষ্মাণ্ডদের কাণ ম'ল্‌তেও তোমাদের ঘৃণা বোধ করা উচিত ; ওঁর ঠেঙে কাপড় জোড়াটী কেড়ে নাও, আমি ওঁর কাপড়ের দাম দিচ্চি, উনি গিয়ে আবার দিশী মিলের কাপড় কিনে নিয়ে আসুন।

যোগেন। সেই বেশ কথা, সেই বেশ কথা, দিন মশাই দিন কাপড় দিন।

(কাপড় লওন।)

ননী। তোমার এ কাপড়ের দাম কত?

নরেন। ন সিকে।

ননী। আচ্ছা, এই নাও ন সিকেই নাও, নিয়ে দিশী মিলের কাপড় কিনে আনগে, ঢের ভাল ভাল কাপড় পাবে এখন।

(মূল্য প্রদান।)

উপেন। কিন্তু একবার কাণ ম'লে যাও যে, আর কখনও বিলিতী কাপড় কিন্‌বে না।

নরেন। না আর কিন্‌বো না।

সকলে। চল ভাই সব চল, "বন্দে মাতরম্" ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হেদুয়ার বাগানের পার্শ্বস্থ পথ।

(দেশী খৃষ্টীয়ান্ মহিলাগণের প্রবেশ।)

গীত।

চল যাই টাউন হলে দেখে আসি—হ'চ্ছে কি ?
(যত) হুজুগেতে মিলে সেথায় ক'চ্ছে নাকি ভিরকুটী ॥
হোম্‌রা চোম্‌রা যত আছে, (এরা) সবাই নাকি এক হয়েছে,
ব'ল্‌ছে নাকি সবাই মিলে, (আর) ছোঁবেনাকো বিলাতী ॥
যত বিলাত-ফেরৎ সাহেব ছিল, তারাও নাকি দেশী হ'লো,
এক রায়েতে রা দিয়ে সব, ব'লছে কেবল স্বদেশী ॥
যদি সত্যি এ সব হয়ে থাকে, (তা হ'লে) আমাদের ভাই হবে কি ?

১ম মহিলা। ভগ্নীগণ, তোমরা কি বিশ্বাস কর, এই বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া যে বাজে হুজুগের কথা প্রচারিত হইয়াছে, তাহার তলদেশে কোন সত্য নিহিত আছে ?

সকলে। কখনই না, কখনই না, কখনই না।

১ম মহিলা। সকলে বলিতেছে যে, বাঙ্গালীরা একটা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, আর তাহারা বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। এ কথায় কি কখন বিশ্বাস হয় ?

সকলে। কিছুতেই নয় ! কিছুতেই নয় ! কিছুতেই নয় !

১ম মহিলা। বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞার আবার অস্তিত্ব কি আছে? বাঙ্গালী চিরকালই বাক্যবীর। লিখিতে পড়িতে তাহাদের সমতুল্য জাতি এ জগতে অতীব বিরল সত্য; কিন্তু কাজের বেলায় তাহাদের সবই ফক্কা! আজ তোমরা আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় শুনিতেছ যে, বাঙ্গালী একমত হইয়াছে, তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ যখন দুজন বাঙ্গালী একমত হইয়া এক ঘরে বাস করিতে পারে না, যারা পুত্রের বিবাহের সময় কন্যার বাপ্‌কে জবাই করে, তাহারা আবার কি প্রকারে একমত হইতে পারে?

সকলে। অতি সত্য কথা! অতি সত্য কথা! অতি সত্য কথা!

১ম মহিলা। তাহারা যে আজ সকলে একমত হইয়া বলিতেছে যে, আর আমরা বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিব না, তাহা আমাদের কিছুতেই বিশ্বাস করা উচিত নহে, কারণ কবি বলিয়াছেন ;— বাঙ্গালী—প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে দুর্জ্জয়।

কিন্তু কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ ॥

সকলে। স্বর্গ মর্ত্ত করে যদি স্থান বিনিময়,

তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত।

১ম মহিলা। ভগ্নীগণ, শ্রবণ কর, একটী আশ্চর্য্যের কথা শ্রবণ কর—আমি এই অস্বাভাবিক, গগনকুসুম সদৃশ, বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞার কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া কৌতূহলপরবশতঃ চাঁদনীর দিকে গিয়া দেখিলাম, কত শত ভদ্রসন্তান বেশ সুসভ্য বেশে চাঁদনীর আশপাশ ও মধ্যদেশ হইতে কত রকম বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করিতেছে, ইহা দেখিয়া তখনই আমার মনে হইল যে, সংবাদপত্রওলারা তাহাদের কাগজ বহুল পরিমাণে বিক্রয় করিবার আশায় এই অসার সংবাদ রটনা করিয়াছেন যে,

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার কর। সকলে প্রতিজ্ঞা কর যে, আর বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিব না। তাহা হইলেই আমাদের উদ্ধার হইবে। কিন্তু যে বাঙ্গালীর অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, বিলাতী ভাব ঢুকিয়াছে, যে বাঙ্গালীর ঘরে বিলাতী দ্রব্য ছাড়া আর কোন দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যে বাঙ্গালীর অশন, বসন, ভূষণ সবই বিলাতীতে পরিপূর্ণ, সেই বিলাতী-প্রাণ, বিলাতী-জ্ঞান, বিলাতী-ধ্যান বাঙ্গালী জাতি - বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার বর্জ্জন করিয়া কেমন করিয়া যে জীবিত থাকিবে, তাহা আমি ধারণা করিতে পারি না !

সকলে। তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতি মরিয়া যাইবে।

১ম মহিলা। অতি সত্য কথা ! অতি সত্য কথা !

কীর্ত্তনের সুরে গীত।

১ম মহিলা— আহা বাঙ্গালীর ন্যায় সাহেব সেবিতে আর কি কেহ জগতে আছে ?

সকলে— কৈ দেখিতে না পাই ;—

১ম মহিলা— সাহেব পূজিতে, সাহেব ভজিতে কেউ লাগে না বাঙ্গালীর কাছে।

সকলে— সাহেবের জুতো, সাহেবের গুঁতো বাঙ্গালী-জীবনে সার।
সাহেবের কৃপা বিনা বাঙ্গালীর উপায় নাহিক আর।

১ম মহিলা— তবে এমন কথা কেন সে বলে ?

সকলে— ওমা ! তাই ত সখি !—

১ম মহিলা— বিলাতী জিনিস ছুঁইব না আর কেন সে বলে ?

সকলে— ওমা কোথা যাব গো !

১ম মহিলা - তাদের দেবতার জিনিস ছুঁইব না আর কেন সে বলে ?

সকলে— যাদের দিনটী চলে না বিলাতী না হ'লে,
তাদের এ কথা বলা যে মিছে।

১ম মহিলা— বাঙ্গালীর মত সাহেব ভজিতে আর কেহ কি জগতে আছে ?

চলো সবে যাই, দেখে আসি ভাই,
এ সব সত্যি কিম্বা মিছে।

সপ্তম দৃশ্য

কলেজ স্কোয়ার।

(মিঃ ককের প্রবেশ।)

Mr. Cock. By God, I don't understand what the devils do they mean by braying about like so many asses. What tomfools must they be, if they fancy, that, the howling of these beasts will strike terror into the heart of the mighty British Lion.

(একজন পাহারওয়ালার প্রবেশ।)

পাহা। সেলাম্ পৌঁছে হুজুর।

Mr. Cock. By all the devils of hell, who are you? you শালা, টোম্ কোন্ হ্যায়?

পাহা। হাম্ পুলিস্‌ম্যান্, পাহারাওয়ালা, আপ্‌কো তাঁবেদার হ্যায়, জনাব হুকুম বর্‌দার্।

Mr. Cock. Ah! Once more that nasty gibberish. Can you for goodness' sake tell me, why the Bengalees are howling about "Bandematram" in the public streets? Are they run mad?

পাহা। হাঁ সাহেব, ঠিক বাত্ হ্যায়, শালা লোক বড়া বদ্‌মাস্ হ্যায়, হর্‌দম্ ওহি বাত্ বোল্‌কে চিল্লাতা হ্যায়।

Mr. Cock. Let the rascals cry "Bandematram" till their sides burst. We care not a jot for it. হাম্ টোম্‌কো উহা পুছ্‌তা নেই, টোম্ বোলাকর এ "বণ্ডে মাট্রম্" কেয়া হ্যায়?

পাহা। হাঁ হুজুর "বন্দে মাতরম্" বড়া বুরা বাত হ্যায়, আউর যেত্তা বাবু লোক ওহি বাত বোল্‌কে চিল্লাতা হ্যায়।

Mr. Cock. What an arrant knave, You rogue, you shll have a jolly good licking for your pains. You পাহারালা বড়্মাস্ শালা! (প্রহার।)

পাহা। আরে বাপ্! জান্ গিয়ারে! জান্ গিয়ারে!

(মিঃ হ্যারিসের প্রবেশ।)

Mr. Haris. Ah, what's up here? I see it is a European beating a poor native. Hold on, sir, hold on. Have mercy on the poor soul. Hold on, in the name of our Savior. Let me ask you, what this row is for?

Mr. Cock. No. I won't, till I beat the ghost out of him completely. I want to teach him that an Englishman is the last person to relish a joke from a niggar native.

পাহা। নেহি হুজুর, হাম্ কুচ্ কসুর নেহি কিয়া, বেকসুর সাব্ হাম্কো মারতা হায়।

Mr. Cock. কেয়া শালা, টোম্ হাম্সে ঠাট্টা:নেহি কিয়া?

পাহা। নেহি হুজুর, হাম্ আপ্কো তাঁবেদার হায়, হাম্ আপ্কো কেইসে ঠাট্টাবাজী করেগা?

Mr. Haris. Just tell me sir, what has happened.

Mr. Cock. I asked him what the meaning of their bloody terror "Bandematram" is, and that rascal had the cheek to answer to my question by quibbles.

Mr. Haris. And for that, you are brutally assaulting an innocent man? Do you know sir, that the existence of some ill-bred and haughty Europeans like yourselves has brought down a general shame and calumny upon ourselves, upon our countrymen, and upon Christianity herself? The people of Bengal, who are loyal to the very core of their hearts,

and some of whom, inspite of their herculian physical strength always like to keep themselves aloof from abominable bloodshed and brutality and most of whom have been robbed of their energy and vitality by the deadly canker worm Malariah—can never raise their heads in rebellian against their sovereign.

Mr. Cock. I think sir, I may fairly object to your putting your finger in another's pie; just look after your own business. Can he or you Mr. Poke-nose, explain to me the meaning of this diabolical jargon "Bandematram?" Is it not a signal, meaning whenever you meet a European, catch hold of him and beat him black and blue?

Mr, Haris. Oh! Certainly not, that is not the meaning at all. Some body has be-fooled you to the top of your bent, by giving you this foolish idea.

Mr. Cock. Has he really? Then what is the right meaning?

Mr, Haris. It means "Hail mother."

Mr. Cock. Oh! never, never—you don't know how shrewd these natives are, they never mean anything insolent by the popular cry, and not for the world would I believe in that.

Mr. Haris. I can assure you upon my honour, that, that is the meaning of the word.

Mr. Cock. Then I was a fool to be led by a fool. Well I must apologise to him. (পাহারাওয়ালার প্রতি) এ চৌকীডার ভাই, হাম্‌কো কসুর ছোড় দেও।

পাহা। হাম্ তো আপ্‌কো তাঁবেদার, আপ্‌লোক মালীক, গরীব পরবার, হাম্ তো আপ্‌কো কাম্‌মে হরদম্ হাজির হ্যায়।

Mr. Haris. Look here sir, before you have said a word of apology to him the fellow is already on his knees. Is it not queer that we call a race like this a disloyal one? Isn't it unfair to doubt their loyalty?

Mr. Cock. Oh, thank you sir, I have come to my senses, I now realise my position, I owe my reformation to your noble self.

Mr. Haris: Oh, you need not thank me. I am glad you have come back to your senes. Strange is the discretion of Fate. Otherwise, India, the God Gifted, the light of whose industry, art, truthfulness, and civilization, has illumined the length and breadth of this massive world, is now being trodden under the feet of those, who with a rusted sword of sense and authority, assume themselves to be the mighty masters of the seas and lands together. More shame and disgrace to the people themselves, that they have effaced from the pages of their memory the most heroic and historic legends of their venerable ancestors and have willingly allowed themselves to be plunged into the deep dungeons of shameful slavery. (নেপথ্যে বন্দে মাতরম্। Now look here, there comes a party of boys with their National song "Bandemataram."

(রাখী হস্তে বালকগণের প্রবেশ।)

বালক। সাহেব, সাহেব, আমরা আজ তোমাদের হাতে রাখী বেঁধে দোব, তোমরা আমাদের কিছু ব'লবে না ত ?

Mr. Haris. Don't be afraid my darlings, come with as many as you can, I am ready.

(বালকগণ কর্ত্তৃক রাখী বন্ধন।)

Mr. Cock. Oh ! now I am quite a changed man. Come, come, my little darlings, let me have your "Rakhes", here is my right hand.

বালক। সাহেব, Good day. তোমাদের মতন ভাল সাহেব পেলে, আমরা তাদের হাতে সব রাখী বেঁধে দোব। সাহেব, একবার তোমরা বল না "বন্দে মাতরম্"।

সকলে। "বন্দে মাতরম্"। (প্রস্থান।)

(লাঠিয়ালবালকগণের প্রবেশ ।)

গীত ।

সকলে—আমরা কেমন লাঠি খেলি দেখ দেখি সবে।
এই লাঠিতে কাজ হবে কি না, তোমরা বিচার ক'রে নেবে।
মশাই বিচার ক'রে নেবে ॥
১ম বালক—আমি এমন খেল্‌বো লাঠি, খেলার চোটে মার্‌ব হাতী,
সকলে—আমাদের খেলা দেখে সবাই অবাক্ হবে !
ওগো মশাই অবাক্ হবে।
২য় বালক—আমি এমন খেল্‌বো লাঠি, উড়্‌বে যত ধূলো মাটী,
৩য় বালক— আমার ঘুর্‌বে লাঠি বন্‌বনাবন্, শব্দ হবে সন্‌সনাসন্।
সকলে— খেল্‌বো সবাই রম্-রমা-রম্, দেখে সবাই অবাক্ হবে।
তোমরা সবাই অবাক্ হবে ॥

(প্রস্থান ।)

অষ্টম দৃশ্য

গৃহস্থপল্লী।

(অমলা বিমলার প্রবেশ ।)

অমলা। বলি কি লো ! ব্যাপার খানা কি ? এখনও যে বিলিতী চুড়ী হাতে রেখেছিস্ ?

বিমলা। চুড়ি আবার দিশী কোথায় পাব যে প'র্‌ব ? তুই যে এখনও বিলিতী কাপড় প'রে রয়েছিস্ ?

অমলা। ওলো এ পুরণ কাপড় তাই, নতুন হ'লে কি আর প'র্‌তুম ?

বিমলা। নতুন বিলিতী কাপড় আর প'র্‌বি কি ক'রে লো ? ধোপায় যে আর এখন নতুন কাপড় কাচ্‌বে না, ওমা ! এ হ'লো কি লো ? দেশ শুদ্ধ লোক সব খেপ্‌লো নাকি ? ওমা ! কোথা

যাব গো? বলে কিনা বিলিতী কাপড় প'র্‌ব না, বিলিতী কাপড় প'র্‌বিনা ত তবে কাপড় কোথায় পাবি?

অমলা। কেন কাপড় পাব না কেন? আজ কাল যে আবার এদেশে সব কাপড় তৈরী হ'চ্চে। আবার শুনচিস্‌নি, কাপড়ের কল তৈরী ক'র্‌বার জন্যে বড় বড় লোকেরা সব দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্চে?

বিমলা। কেন? বড় লোকেরা ভিক্ষে ক'চ্চে কেন? তারা কি আর নিজেরা এক একটা কল ক'ত্তে পারে না?

অমলা। ও বাবা! সে যে অনেক টাকা খরচ হবে, তত টাকা বড় লোকেরা কোথায় পাবে?

বিমলা। কেন, বড় লোকদের কি তত টাকা নেই? তবে আবার তারা কিসের বড় লোক গা?

অমলা। বড় লোক কিসের তা জানিস্‌নি? তাদের বড় বড় বাড়ী আছে, মস্ত মস্ত ঘোড়া আছে, ঘড়ি আছে, চেন আছে, হীরের আংটী আছে, তাদের মাগেদের গায়ে এক ঝুড়ি ক'রে গয়না আছে, এই সব নিয়েই তারা বড় লোক।

বিমলা। ওমা! যাদের এত আছে, তবে তারা আবার কোন্ লজ্জায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্চে?

অমলা। না বাপু, তোকে আর বুঝুতে পারি না! ও সব যে হ'লো তাদের নিজেদের, সে তারা দেবে কেন? আর তারা কি বিলিতী কাপড় পরে যে, বিলিতী কাপড়ের কল ক'র্‌বার জন্যে তাদের সব টাকা দেবে? এ দেশের লোকের জন্যে কল হ'চ্চে, তাই দেশের লোকের কাছে তারা ভিক্ষে ক'চ্চে।

বিমলা। তবে তারা খুব ভাল লোক, তাই এই সব ক'চ্চে, তা নইলে তাদের এ সব কর্‌বার দরকার কি? তাদের দুঃখু কিসের?

অমলা। বড় লোকেরা ভাল লোক নয় ত কি গরীব লোকেরা ভাল লোক? তারা কেমন ভাল ভাল কাপড় চোপড় পরে, গাড়ী চ'ড়ে বেড়ায়, কত কি খায়, কত জায়গায় যায়, তারা ভাল লোক নয় ত কি আমার সেই কেরাণী ভাতার ভাল লোক?

বিমলা। ওমা, সেই জন্তে সে দিন বোস্ গিন্নি ব'ল্ছেলো যে, তারা বিলিতী কাপড় আর ছোঁবে না। আর যারা বিলিতী কাপড় প'র্বে, তাদের সঙ্গে আর কথা কবে না। তাদের এক ঘোরে ক'র্বে।

অমলা। আহা, কি কথাটাই বল্লি লো! বোস্ গিন্নিরা আবার কবে বিলিতী কাপড় পরে? আমি ত আর জানি না, যে, তাদের ঘরে আলমারী ঠাসা সব দিশী কাপড় রয়েছে, তাই প'রেই ফুরিয়ে উঠ্‌তে পারে না, আবার বিলিতী কাপড় প'র্বে? ওলো, যারা চিরকাল দিশী কাপড় প'র্চে, তাদের আর এতে দুঃখু কি? দুঃখু এই আমাদের মত গেরস্তদের।

(পুতুল হস্তে বিমলার পুত্র গোপালের প্রবেশ।)

গোপাল। মা! মা! আমি এই পুতুলটা কিন্‌বো মা! দেখ না কেমন খোকা পুতুল, আমায় কিনে দাওনা মা!

বিমলা। দেখি, ওমা! এ যে বিলিতী, ছি! ছি! বিলিতী পুতুল কি কিন্‌তে আছে? যাও যাও, ফিরিয়ে দিয়ে এস।

গোপাল। তা হ'ক্ বিলিতী, আমি এই পুতুলই কিন্‌বো।

বিমলা। ছি বাবা, ওকথা মুখে এনো না। এখনি তোমার ইস্কুলের ছেলেরা শুন্‌তে পেলে কাণ ম'লে দেবে।

গোপাল। ইস্ কাণ ম'লে দিলেই হল আর কি! আমার তো আর গায়ে জোর নেই!

অমলা। তোর গায়ে কেমন জোর আছে, কৈ ঐ পুতুলটা ভেঙ্গে ফেল্ দেখি।

গোপাল। দেখ্‌বে, দেখ্‌বে, ভাঙ্গ্‌তে পারি কি না দেখ্‌বে!

বিমলা। না না ভাঙ্গিস্‌নি, পরের পুতুল ভাঙ্গিস্‌নি, ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

গোপাল। দেখনা, দেখনা, আমার গায়ে জোর আছে কি না দেখনা।

(পুতুল ভঙ্গ করণ।)

অমলা। আপদ গেছে ; বা রে গোপাল, তুই তো খুব বাহাদুর, দেখ্ আজ থেকে এই রকম ক'রে, বিলিতী পুতুল দেখ্‌বি আর ভাঙ্‌বি, তা হ'লে তোর গায়ে খুব জোর হবে।

গোপাল। দেখ্‌বে, দেখ্‌বে, আর একটা ভাঙ্‌বো। আচ্ছা আর একটা তুলে নিয়ে আস্‌ছি দেখ।

বিমলা। ওরে গোপাল! যাস্‌নি, যাস্‌নি, পরের পুতুল আর ভাঙ্গিস্‌নি, এখনি দাম দিতে হবে।

অমলা। ইস্ দাম দিতে হবে! কেন দাম দিতে হবে? এ সময় কেন সে পাড়ার ভেতর বিলিতী জিনিস বেচ্‌তে এসেছে? তার সব জিনিস ভেঙ্গে দেবে—বেশ ক'র্‌বে, আমি আর সব ছেলে-গুলোকে ডেকে দিই গে।

বিমলা। ওমা! ও কি গো অমলা দিদি! গরীবের সর্ব্বনাশ ক'রো না।

অমলা। সর্ব্বনাশ আবার কি? যারা দেশের সর্ব্বনাশ ক'র্‌ছে, তাদের জিনিস যারা বেচ্‌বে, তাদের সর্ব্বনাশ আগে করা উচিত ; দাম নিতে হয় সেই সুরেন বাঁড়ুয্যের কাছে গিয়ে নেবে, আমি ত ছেলেগুলোকে ডাকি গে। (প্রস্থান।)

বিমলা। যাই, গোপাল আমার, আবার গরীবের কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌ছে দেখিগে।

(ব্যাকুবনাথের প্রবেশ।)

ব্যাকুব। কেন বিলিতী কাপড় কিন্‌বো না? অবশ্য কিন্‌বো, আমার খুসি আমি কিন্‌বো। ব্যাটারা বলে কি না দিশী কাপড় কেন; কেন, বেশী দাম দিয়ে দিশী কাপড় কিন্‌বো কেন? যা আমি সস্তা পাব, তাই কিন্‌বো; চোর ব্যাটারা এই সুযোগে দিশী কাপড় বেচে বেশ দুপয়সা ক'রে নিলে, কিন্তু আমি তা ব'লে বোকা নই, আমি ও হুজুগে কথায় ভুলিনি বাবা, আমি ঠিক বিলিতী কাপড় কিনিচি, আর হাঁদারামকে ব'লে পূজোর বিদেয়ের কাপড় সব বিলিতী কিনিয়েচি; যার ইচ্ছা হয় নেবে, না হয় আমি ত আছিই, শেষ আমিই না হয় সব নেবো।

(করিমবক্সের প্রবেশ।)

করিম। কি ঠাকুর মশায়, কি ব'ল্‌ছেন কি?

ব্যাকুব। ব'ল্‌বো আর কি ছাই? দেখ না, যত ব্যাটা হুজুগে জুটে দেশটাকে ছারখারে দিতে ব'সেছে!

করিম। দেশটাকে ছার খারে দিতে ব'সেচে কেন?

ব্যাকুব। তা নয় ত কি? ব্যাটারা বলে কি না বিলিতী জিনিস কিনো না; বিলিতী জিনিস না কিন্‌লে তোদের দিন চ'ল্‌বে কোত্থেকে? তোদের ফ'তো নবাবী হবে কোত্থেকে? এত সস্তায় কাপড় পাবি কোত্থেকে?

করিম। কেন ঠাকুর মশায়, আপনি অমন কথা ব'ল্‌চেন কেন? আজ কাল তো ঢের সস্তা দিশী মিলের কাপড় হয়েছে, তাই কেন আপনি কিন্‌লেন না?

ব্যাকুব। ওহে বাপু মিঞা সাহেব, তুমি জান না, দিশী মিলের কাপড় যতই সস্তা হোক, তবু বিলিতীর চেয়ে মাগ্‌গি।

করিম। আচ্ছা ঠাকুর মশায়, আপনি কি মাংস খান ?

ব্যাকুব। তা কেন খাব না ? পেলেই খাই।

করিম। আচ্ছা, আপনি মাংসর সের কত ক'রে কেনেন ?

ব্যাকুব। কেন, ছ আনা সাত আনা—যখন যেমন পাই, তখন তেম্নি কিনে খাই।

করিম। আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে দু আনা সেরের সস্তা মাংস দি, তা হ'লে কি আপনি কেনেন ?

ব্যাকুব। কেন কিন্‌বো না ? অবশ্য কিন্‌বো, দু আনা সেরের মাংস পেলে, আমি মাছ ত্যাগ ক'রে রোজ মাংস খাই।

করিম। তা বেশ, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপ-নাকে দু আনা সেরের মাংস কিনে দিইগে।

ব্যাকুব। সে কোথায় পাওয়া যায় বল না ? আমি গিয়ে নিয়ে আস্‌বো এখন।

করিম। কসাইদের দোকানে গেলেই আপনি দু আনা সেরের মাংস পাবেন এখন।

ব্যাকুব। কসাইদের দোকানে ? সে কিসের মাংস ?

করিম। কিসের মাংস তা আবার আপনাকে ব'লে দিতে হবে ? কসায়ের দোকানে, দু আনা সেরে, কি মাংস পাওয়া যায়, তা কি আপনি জানেন না ?

ব্যাকুব। দুর্গা, দুর্গা, ছি ! ছি ! ছি ! তুমি কেমন ব্যাকুব লোক হে ? দুর্গা, দুর্গা, ছি ! ছি ! থুঃ থুঃ, তুমি জান না আমি কে ? আমি রাজা হাঁদারামের সভাপণ্ডিত, তুমি আমার সাম্‌নে এমন কথা ব'ল্‌তে সাহস কর ?

করিম। চেপে যাননা ঠাকুর মশায়, আর বেশী বকেন. কেন? আপনার হাঁদারামের ব্যাপার আমার জান্তে আর কিছু বাকী নেই, তাই তিনি পূজোর সময় যত সাহেব নিমন্ত্রণ ক'রে বাড়ীতে ব'সে ঐ মাংসর শ্রাদ্ধ করেন।

ব্যাকুব। তুমি কি রকম লোক হে! ও সব বড় লোকের কথায় তোমার কথা কইবার অধিকার কি আছে?

করিম। বড় লোকের কথায় কথা কইবার আমার অধিকার না থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমার দেশের কথায় কথা কইবার আমার খুব অধিকার আছে, এটা মানেন ত?

ব্যাকুব। তা কৈতে হয় কওগে, তা আমায় ব'ল্‌তে এসেছ কেন?

করিম। আপনি বিলিতী কাপড় কিনেছেন কেন?

ব্যাকুব। বলি তোমরাও কি ঐ দলে মিশেছ নাকি?

করিম। এ আর দলাদলি কি, হিন্দু মুসলমান এক না হ'লে আর এদেশের উপায় নেই—এটা এখন আমরা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, তাই আমরা এক হয়েছি! আপনি হিন্দু হ'য়ে, ব্রাহ্মণ হ'য়ে যে, আজ এই মহাসম্মিলনের দিনে, দু পয়সা সস্তা পেয়ে যখন গোমাংসরূপ ঐ বিলিতী কাপড় কিনেচেন, এ দেখে আমি বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছি। তা নিয়ে যান, সস্তার গোমাংস ঐ বিলিতী কাপড় বাড়ী নিয়ে যান।

(প্রস্থান।)

ব্যাকুব। দূর ছাই, চুলোয় যাক, (কাপড় নিক্ষেপ) দুর্গা! দুর্গা! ছি! ছি! এত বড় কথা বলে, আমি তর্কবাগীশ হ'য়ে, ঐ নামের কাপড় বাড়ী নিয়ে যাব? যাক্ আমি ও কাপড় নেব না, কিছুতেই নেব না। ছি! ছি! দুর্গা! দুর্গা! ব্যাটারা সব এক হয়েচে, হিন্দু মুসলমান কেউ বাকী নেই, সব এক হয়েচে; কেবল এই

আমাদের হাঁদারাম ছাড়া সব এক হয়েচে। দুর্গা! দুর্গা! ব্যাটা আমার কাপড় জোড়াটাই নষ্ট ক'রে গেলো।

(প্রস্থান।)

(তাঁতিনীগণের প্রবেশ ও গীত।)

বেঁচে থাক স্বরেন্দ্রভূপেন. ওগো আবার দেশীর আদর হ'লো।
যত তাঁতির ক'ল্লে গতি, ওগো আমাদের সব দুঃখু গেলো॥
দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে, পশুপতি ভিক্ষা করে,
বিপিন পালের কথার জোরে, ছেলেরা সব পাগল হ'লো॥
মণীন্দ্রনাথ মহারাজা, তাঁর যত তাঁতি প্রজা,
সবাই এখন হ'লো তাজা, বিনামূলে তাঁত পাইলো॥
সূর্য্যকান্ত মহারাজা, যাঁকে ভক্তি করে সকল প্রজা,
লালাবাবুর বংশধ্বজা, ওগো সতীশচন্দ্রও থাকুক ভালো॥
যত ছিল ব্যারিষ্টার, তারাও এখন বুঝ্‌লে সার,
ক'র্‌বে ব'লে প্রতীকার, ওগো চৌধুরীরাও দিশী হ'লো;
হীরেন রবি আবদুস্ সোভান, তারাও এখন দলে এলো॥
রাজা দিগম্বরের বংশধর, আর নাটোরের সেই অধীশ্বর,
আর যত ছিল বড় ঘর, সবাই দেশীর পক্ষ হ'লো;
কেবল অল্পবুদ্ধি * * * দল ছেড়ে বেদলে গেলো॥
টিঃ পালিত আর হেমচন্দ্র, যারা পুরো সাহেব ছিলো,
তারাও দেশের দুঃখু বুঝে, ধুতি প'রে সভায় এলো।
দানের জোরে স্ববোধচন্দ্র সাধারণের রাজা হ'লো,
কেবল রাজা হাঁদারামের, সোণার বদন কালী হ'লো॥

(প্রস্থান।)

নবম দৃশ্য ।

বাগবাজার ষ্ট্রীট ।

(মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া ব্যাকুবনাথ
ও বালকগণের প্রবেশ ।)

বালকগণ । (সমস্বরে) আর মাথা ঢাক্‌লে হবেকি ?
টিকি কাটা ভট্‌চাজ্জি !
(তোমার) গলায় দড়ি ছি ! ছি ! ছি !
(চতুর্দ্দিকে বেষ্টন ও করতালি)

ব্যাকুব । ওরে শালারা ! আমার টিকি কেটেছে, তাতে তোদের বাবার কি রে শালারা ?

বালক । তোমার টিকি বেচে টাকা পাব,
সেই টাকা ভাণ্ডারে দোব ।

ব্যাকুব । ওরে শালারা ! একটু ছাড়ান দে রে শালারা, একটু ছাড়ান দে । এ শালারা যেন কাকের পিছে ফিঙ্গে লেগেছে, এ শালাদের জ্বালায় যে আমি গেলুম গা ! এ শালারা আমায় দেশ ছাড়া ক'র্‌বে নাকি ?

১ম বা । ভট্‌চাজ্জি মশাই ! তোমার মাথায় পাগড়ী কেন ?

ব্যাকুব । আমার মাথায় পাগড়ী, তাতে তোর বাবার কি ?

সকলে । আর মাথা ঢাক্‌লে হবে কি ?
তুমি টিকি কাটা ভট্‌চাজ্জি ।

ব্যাকুব । ও শালারা ! একটু চুপ ক'র্‌ রে শালারা, একটু চুপ কর্‌ ।

১ম বা । আচ্ছা, আমরা চুপ ক'র্‌ছি, তুমি একবার "বন্দে মাতরম্‌" বল ।

ব্যাকুব। শালা ! তোর মাথা মাতরম্ ব'ল্‌বে, শালা ! তোদের বাপ চোদ্দ পুরুষ "বন্দে মাতরম্" বলুগ্‌গে।

সকলে। দেশ-বিদ্বেষী ভট্‌চাজ্জি !
তোমার গলায় দড়ি ছি ! ছিঃ ! ছি !

ব্যাকুব। শালা ! তোর বাবার গলায় দড়ি। তোর যেখানে যে আছে—সাতানি সাত পুরুষের গলায় দড়ি। শালারা ! আমার গলায় দড়ি ? আমি হ'লুম রাজা হাঁদারামের সভাপণ্ডিত, শালারা আমার গলায় দড়ি দিতে এসেছ ? দাঁড়া শালারা দাঁড়া, তোদের একবার মজা দেখাচ্চি দাঁড়া। জুতিয়ে শালাদের পস্তা উড়িয়ে দোব, তার পর কে আমার কি ক'ত্তে পারে দেখ্‌বো।

(বালকগণের ইতস্ততঃ পলায়ন।)

সকলে। দেশবিদ্বেষী ভট্‌চাজ্জি,
তোমার গলায় দড়ি ছি ! ছি ! ছি !

ব্যাকুব। ওরে শালারা ! আমি দেশবিদ্বেষী হইচি, তাতে তোদের বাবার কি ? তো শালারা আমার পেছুনে ফেউ লেগেছিস কেন বল্ দেখি ?

সকলে। আর মাথা ঢাক্‌লে হবে কি ?
(ওগো) টিকি কাটা ভট্‌চাজ্জি।

ব্যাকুব। না আর এদেশে থাকা হ'লো না ! এ শালারা তা হ'লে আমায় পাগল ক'র্‌বে তবে ছাড়্‌বে, যে দেশে "বন্দে মাতরম্" নেই, আমায় সেই দেশে যেতে হবে, তা নইলে আর আমার রক্ষা নেই।

(পূর্ণ বাবুর প্রবেশ।)

পূর্ণ। ভট্‌চাজ্ ! যে দেশে "বন্দে মাতরম্" নেই, সে দেশ এ ভারতবর্ষে নেই, তবে তুমি কোথায় যাবে ভট্‌চাজ্ ?

ব্যাকুব। এই যে পূর্ণ বাবু এসেছেন। বাবা, আমায় রক্ষা কর! রক্ষা কর! এই ভিরকুট্ বিচি শালাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর বাবা। আমি গেলুম! শালারা আমায় সকাল থেকে জ্বালাচ্ছে, আমার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে গিয়ে চেঁচাচ্চে, পথে ঘাটে দেখ্‌লে ত আর রক্ষা নেই, আমি গেলুম বাবা, আমি গেলুম, আমাকে আর তিষ্ঠুতে দিলে না বাবা, আমাকে আর তিষ্ঠুতে দিলে না, আমায় রক্ষা কর।

পূর্ণ। তা তুমি আমাদের সঙ্গে "বন্দে মাতরম্" বল না কেন? তা হ'লে ত আর কোন গোলই থাক্‌বে না।

ব্যাকুব। ও বাবা! তুমিও দেখ্‌চি আবার ঐ কথা বল! যাও, যাও, তোমাকে আর রক্ষা ক'ত্তে হবে না, তুমি স'রে পড় বাবা, স'রে পড়।

পূর্ণ। ভট্‌চাজ্! তোমার অদৃষ্টে দেখ্‌চি অনেক লাঞ্ছনা আছে, তাই তুমি এখনও আমাদের দলের বিরুদ্ধাচরণ ক'চ্চ।

ব্যাকুব। লাঞ্ছনা? কিসের লাঞ্ছনা? আমার খুসী আমি ব'ল্‌ব না, তাতে তোমরা আমার কি ক'র্‌বে কি? আমায় কি ফাঁসী দেবে নাকি?

পূর্ণ। সত্যি ফাঁসী না হোক, এক রকমে ফাঁসী হবে বটে। তোমার সঙ্গে আর আমরা কেউ খাওয়া দাওয়া, আদান প্রদান, রাখ্‌বো না; যে ধোপা নাপিত তোমার বাড়ীতে ঢুক্‌বে, তাকে আমরা কেউ বাড়ীতে ঢুক্‌তে দোব না; এমন কি, তোমার বাড়ীতে মড়া ম'র্‌লেও আমরা কেউ ফেল্‌তেও যাব না, তখন তোমার কি হবে?

ব্যাকুব। অ্যাঁ! বল কি হে পূর্ণ বাবু? এসব সত্যি ব'ল্‌চ, না আমায় ভয় দেখাচ্ছ?

পূর্ণ। যদি সমাজ শাসন ক'ত্তে হয়, তা হ'লে এই রকম না ক'র্‌লে কিছুতেই সমাজ শাসন হবে না, এ আমাদের সেই সাবেক প্রথাকে আবার সাদরে অবলম্বন ক'ত্তে হবে, তা নৈলে আর আমাদের সমাজ থাক্‌বে না। তোমার মতন যথেচ্ছাচারীর অত্যাচারে সমাজ উৎসন্নে যেতে ব'সেছে।

(পরামাণিকের প্রবেশ।)

পরা। ভট্‌চাজ্জি মশাই! আমার পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দিন, আমি আর আপনাকে কামাব না।

ব্যাকুব। সে কি রে? কামাবি না কি রে? তুই যে আমাদের বংশাবলীয় নাপিত, কামাবি না কি রে?

পরা। আজ্ঞে তা সে কি ক'র্‌ব বলুন, আপনি আমার বড়, না আমার জন্মভূমি বড়? আমার জন্মদেশের বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে, তাকে আমি কেমন ক'রে কামাব বলুন? আমি গরীব লোক ব'লে আমার কি দেশের ওপর মায়া নেই? আমি দেশের লোকের মুখ ছেড়ে, আপনার একলার মুখের দিকে চাইতে পারিনি। আপনি আমার পাওনা গণ্ডা সব চুকিয়ে দিন।

ব্যাকুব। ও বাবা! এ বলে কি? এ যে দেখ্‌চি আমার এক ঘোরে হবার জোগাড় হ'ল বাবা, এখন করি কি?

পূর্ণ। বলি ভট্‌চাজ, ভাবছ কি? দেখ, দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে, আরও কত কি হয় দেখো।

(রজকের প্রবেশ।)

রজক। প্রণাম ঠাকুর মশাই, আমি আর আপনার কাপড় কাচ্‌বো না, আমি সব কাল কাপড় আপনার ফিরিয়ে এনেছি, বুঝে নেবেন চলুন। আপনার বাড়ীতে রেখে এসেছি।

ব্যাকুব। বলি ব্যাপার খানা কি রে ? তো বেটারাও এই হুজুগে মেতিচিস্ নাকি ?

রজক। এ আবার হুজুগে মাতা কি ঠাকুর মশাই ? এত দিনের পর যদিই ভগবান আমাদের ওপর একটু মুখ তুলে চেয়েচেন, তা আমরা তাই হেলায় হারাব ? এ সময় যদি আমরা সকলে এক হ'য়ে এক মতে কাজ না করি, তা হ'লে আর আমাদের কোন কালে কিছু হবে না, চিরদিন এই রকম হা অন্ন, হা অন্ন ক'রে ম'র্‌তে হবে, আমি শুন্‌লুম—আপনি নাকি আমাদের দলে মেশেন নি ; সেই জন্যে আমি আপনার কাল কাপড় সব ফিরিয়ে এনেচি, আপনার মত লোকের কাপড় আর আমরা কাচ্‌বো না।

ব্যাকুব। বলি পূর্ণ বাবু ! এ বেটা বলে কি হে ! আমি যে শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

পূর্ণ। এখনও অবাক হবার ঢের বাকি ! এর পর গয়লায় দুধ দেবে না, ডাক্তার তোমার বাড়ীতে রুগী দেখ্‌তে আস্‌বে না, মেথরে পাইখানা খাটবে না। তখন আরও অবাক হবে ভট্‌-চাজ্‌, এখন আমি চ'ল্লুম। আজ দুজন দেশবিদ্বেষীর এফিজি অর্থাৎ কুশপুত্তলিকা দাহন হবে, সেখানে আজ মহাধুম্, আমি দেখ্‌তে যাচ্ছি।

ব্যাকুব। বলি শোন, শোন, কুশপুত্তলিকা দাহন কি হে ? কি ব'লছ কি ? আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি।

পূর্ণ। দুজন বড় লোক "বন্দে মাতরম্" দলের বিরুদ্ধাচরণ ক'রেচে, তাই আজ তাদের কুশপুত্তলিকা ক'রে পোড়ান হবে, মুদ্দফরাসে তাদের মুখ-অগ্নি ক'র্‌বে, দেখতে চাও তো চলো।

ব্যাকুব। ও বাবা ! বল কি হে ? আমি যে ক্রমে শুনে শুনে ব'সে প'ড়্‌চি। শেষ কি আমারও কুশপুত্তলিকা দাহন ক'র্‌বে নাকি ?

পূর্ণ। তা ক'র্‌বে না ? আর একটু আমাদের বিরুদ্ধে থাক্‌লেই ক'র্‌বে।

ব্যাকুব। না বাবা না, আর কোন্ শালা তোমাদের বিরুদ্ধে কথা কইবে, আমায় আর জ্যান্ত পুড়িও না বাবা, আমাকে তোমাদের দলে টেনে নেও বাবা, দলে টেনে নেও, তা নইলে আমি মারা যাব।

পূর্ণ। দলে আর টেনে নেওয়া নিই কি ? গঙ্গাস্নান ক'রে হাতে রাখী বেঁধে একবার "বন্দে মাতরম্" বলো, আর মায়ের ধন-ভাণ্ডারে কিছু ভিক্ষা দিয়ে এস, তা হ'লেই সকলে তোমার আবার বন্ধু হবে এখন।

ব্যাকুব। তা হ'লে ঐ ছেলেব্যাটারা ত সেই তাই কাটা ব'লে পেছুনে পেছুনে চেঁচাবে না ?

পূর্ণ। না, না, তুমি একবার "বন্দে মাতরম্" ব'লে দেখই না, ওরা তা হ'লে তোমাকে গুরুর মতন মান্য ক'র্‌বে।

ব্যাকুব। আচ্ছা, ব'ল্‌ছি বাবা ! ব'ল্‌ছি ! কিন্তু শালা হাঁদারাম টের পেলে আমায় আর বাড়ী ঢুক্‌তে দেবে না, তা কি ক'র্‌ব ? না দেয় নেই দেবে ; যা শালা, না হয় আর তোর মাসহারা নাই খাব, তা ব'লে দেশের লোকের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে দেশে বাস ক'র্‌ব কেমন ক'রে বাবা ? না, না, তা হবে না, তা হবে না, বল ভাই সব বল—

সকলে। "বন্দে মাতরম্"।

১ম বা। ভট্‌চাজ্জি মশাই ! আজ থেকে আমরা আর কেউ সেই কথা মুখে আন্‌ব না, আমরা সকলে আপনাকে প্রণাম ক'চ্চি, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন—আমরা যেন জননী জন্মভূমির পূজো ক'র্‌ত্তে পারি। (সকলের প্রণাম করণ।)

ব্যাকুব। পূর্ণ বাবু, এইবার আমার চোক দিয়ে জল বেরিয়েছে। আমি যাই গঙ্গাস্নান ক'রে মায়ের ভাণ্ডারে কিছু দান ক'রে আসিগে, আমার দেশ আগে, না হাঁদারাম আগে, যাই বাবা যাই।

(প্রস্থান।)

সকলে। "বন্দে মাতরম্"।

বালকগণের গীত ।

আগে চল্, আগে চল্ ভাই !
প'ড়ে থাকা পিছে,
ম'রে থাকা মিছে,
বেঁচে ম'রে কিবা ফল ভাই ?
আগে চল্ আগে চল্ ভাই ।
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিন ক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় ক'রে,
পাঁজি পুঁথি ধ'রে ধ'রে,
সময় আর কোথা পাবি,
বল দেখি বল ভাই ?
আগে চল্ আগে চল্ ভাই । (রবিবাবু)

(সকলের প্রস্থান)

দশম দৃশ্য ।

(বাগবাজার রায় পশুপতিনাথ বসুর বাটী ।)

রায় পশুপতিনাথ বসু, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, নাটোরাধিপতি প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী মহাত্ম গণ আসীন ও অসংখ্যজন-সমাগম ।

(সম্মুখে মায়ের ধনভাণ্ডারের বাক্স সংরক্ষিত এবং সকলের তাহাতে দানকরণ ।)

(ব্যাকুবনাথের প্রবেশ ।)

ব্যাকুব । আহা, মরি ! মরি ! কি শোভাই হয়েছে, যেন চাঁদের হাট । ক্রোরপতিরাও আজ মায়ের জন্যে ভিক্ষে ক'চ্চেন,

আর আমি কি না এই সব ছেড়ে, সেই হাঁদারামকে নিয়ে প'ড়ে ছিলুম! ছি! ছি! ছি! কি অন্যায় কার্য্যই ক'রেছি—, এখন মায়ের ভাণ্ডারে কিছু ভিক্ষে দিয়ে আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। বল ভাই বল, সকলে বল "বন্দে মাতরম্"।

সকলে। "বন্দে মাতরম্"।

(জনৈক অন্ধের প্রবেশ।)

অন্ধ। হাঁ বাবা, বাবুরা সব কোথায় বাবা?

ব্যাকুব। কেন? কেন? বাবুদের কেন?

অন্ধ। এখানে কোথায় সব ভিক্ষে নিচ্চে বাবা?

ব্যাকুব। এই যে তোমার সামনে সবাই ভিক্ষে নিচ্চে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

অন্ধ। বাবা, আমি চক্ষুহীন ভিখারী, আমাকে একবার বাবুদের কাছে নিয়ে চল না বাবা, আমি কিছু ভিক্ষে দোব।

ব্যাকুব। তুই ভিখিরী, তুই আবার ভিক্ষে দিবি কি?

অন্ধ। কেন বাবা, আমি ভিক্ষা দোব না কেন? আমি কি মার ছেলে নই? ভারত মাতা কি আমার মা নন্? মার জন্যে সকলেরই ভিক্ষা দেওয়া উচিত, তাই আমি আজ ভিক্ষা ক'রে দু আনা পেয়েছি, তাই মায়ের ভাণ্ডারে দিতে এসেছি। বাবুরা কি আমার এই ভিক্ষার ধন মায়ের ভাণ্ডারে জমা ক'র্‌বেন না?

পূর্ণবাবু। কেন জমা ক'র্‌বেন না? ভাই, অবশ্যই ক'র্‌বেন, মা আমাদের ভিখারিণী হয়েছেন, আমরাও মায়ের ভিখারী সন্তান। এস ভাই ভিখারী এস, তোমার সঙ্গে আজ আমরা কোলাকুলি করি এস। ধন্য, ধন্য বাঙ্গালী জাতি, ধন্য ভারতবর্ষ!

(আলিঙ্গন।)

সকলে। "বন্দে মাতরম্"।

পূর্ণবাবু। চল ভাই, চল, ভিক্ষা দেবে চলো। এই দেখ পশুপতি বাবু তোমার ভিক্ষা নেবার জন্যে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছেন।

অন্ধ। বাবু, বাবু, আজ আমি ধন্য হ'লুম। এতদিনের পর আমার ভিখারীর জীবন সার্থক হ'লো!

(ভিক্ষা প্রদান।)

সকলে। "বন্দে মাতরম্"।

পূর্ণ। ভাই সব! দেখ, আজ আমাদের কি আনন্দের দিন দেখ। আজ আমরা ক্ষুদ্র, বৃহৎ, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, এক উদ্দেশ্যে এক প্রাণে এক স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি, বাঙ্গালীর এ মহাসম্মিলনের দিন ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। যা, কেহ কখনও স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারে নাই, আমাদের আজ তাহাই হইয়াছে। একতাবিহীন বাঙ্গালী জাতি আজ একতা-বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে এক স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে, এ দৃশ্য কি সুখের দৃশ্য নয়? এ ব্যাপার কি আনন্দের ব্যাপার নয়? ভাই সব ঐ দেখ, মহা মহা ধনকুবের মহাত্মগণ দেশের দুঃখ দূরীকরণার্থে ভিখারীর ন্যায় তোমাদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা ক'চ্চেন। ভাই সব, তোমাদের যাহার যাহা সাধ্য, এ জাতীয় ধনভাণ্ডারে দান ক'রে আজ ধন্য হও, আজ বাঙ্গালী জাতিকে ধন্য কর, সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে ধন্য কর, এমন দিন আর পাবে না, এ মাহেন্দ্র সুযোগ বাঙ্গালী-জীবনে আর আস্‌বে না; এ সুযোগ হেলায় হারিও না। জেনো—সেই মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা তোমাদের প্রাণে এই মহদুদ্দেশ্যের উদ্দীপনা করিয়াছে। মানুষের ইচ্ছায় কখনই এমন সুমহৎ কার্য্যের সৃষ্টি হইতে পারে না। দীন দরিদ্র বিপন্ন বাঙ্গালীর উপর

সেই দীনবন্ধু ভগবানের কৃপা হইয়াছে, তাই আজ বাঙ্গালী এক প্রাণে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছে—আর আমরা বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিব না। ধন্য ধন্য বাঙ্গালা দেশ, ধন্য বাঙ্গালী জাতি, যেখানে ভগবান্ হেলায় যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া জীবের কষ্ট নিবারণ করেন। ভাই সব, আর চিন্তার অবসর নাই, মায়ের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য সকলে মুক্তহস্ত হও; ধীরে ধীরে বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হও। গোলমাল করিও না, গোলমালে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। জানিও—আমরা দুর্ব্বল পরাধীন জাতি। তোমাদের ভয় কি? ঐ দেখ, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর, রায় পশুপতিনাথ বসু, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ, বাবু গগনেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, মহারাজা মুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, নবাব আবদুস্ সোভান চৌধুরী ও নাটোরের মহারাজা প্রভৃতি মহা মহা ধনকুবেরগণ ঈশ্বর-আদেশে তোমাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তবে আর তোমাদের কিসের ভাবনা? তোমরা এখন প্রাণ খুলিয়া জননী জন্মভূমির পূজা কর, মুক্তহস্তে মায়ের ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ কর; তোমাদের সকল দুঃখ শীঘ্রই দূর হইবে। যদি বাঙ্গালী হও, যদি ভারতবর্ষ তোমাদের জন্মভূমি হয়, তাহা হইলে আজ সকলে এই জাতীয় সঙ্গীতে যোগদান কর।

জাতীয় সঙ্গীত। *

বন্দে মাতরম্!

সুজলাং, সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং

শস্য-শ্যামলাং মাতরম্॥

---

* অভিনয় কালে দর্শকমাত্রেরই এই মহা জাতীয় সঙ্গীতে যোগদান করা কর্ত্তব্য।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং

সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীং

সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।

সপ্ত-কোটী-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,

দ্বিসপ্ত-কোটী-ভুজৈর্ধৃত-খর-করবালে,

কে বলে মা তুমি অবলে ;—

বহুবল-ধারিণীং নমামি তারিণীং,

রিপুদল-বারিণীং মাতরম্ ॥

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ;—

বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ।

ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণধারিণী, কমলা কমল-দল-বিহারিণী,

বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বাং ।

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং

সুজলাং সুফলাং মাতরম্ ॥

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং

ধরণীং ভরণীং মাতরম্ ॥

(আমাদের বঙ্কিম বাবুর)

শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

পুস্তকাবলী।

চণ্ডীরাম। (ধর্ম্মমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক, ভারত সঙ্গীত সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক অভিনীত) ৸৹

রত্নমালা। (অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ মিলনান্তক পঞ্চাঙ্ক নাটক; ইউনিক্ ও ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনীত) ১৲

জাহানারা। (অপরূপ প্রমোদ গীতিনাটিকা, ইউনিক্ ও ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনীত) ।৶৹

নতুন বাবু। (বর্ত্তমান সমাজের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, ইউনিক্ থিয়েটারে অভিনীত) ।৹

প্লেগ প্রহসন। সাময়িক রঙ্গময় নক্সা) ।৹

অন্নপূর্ণা। (সংসারের জ্বলন্ত ঘটনাপূর্ণ, অদ্ভুত পঞ্চাঙ্ক নাটক। এরূপ নাটক বঙ্গ নাট্য জগতে অতীব বিরল। ইউনিক্ থিয়েটারে অভিনীত) ১৲

শ্রীরাধা। (পৌরাণিক গীতিনাট্য, মহাজনী পদাবলীতে সুশোভিত। এই গীতিনাট্যে "শ্রীরাধা"-মহিমা বিশদরূপে বিবৃত করা হইয়াছে, ইউনিক্ থিয়েটারে অভিনীত। ৶৹

অবাককাণ্ড। (সাময়িক নূতন স্বদেশী ছবি, ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনীত) ।৹

কমলা। ঐতিহাসিক নাটক (ভারত সঙ্গীত সমিতিতে অভিনীত) (যন্ত্রস্থ)

কর্ণবধ। (ব্লাংভার্সে) পৌরাণিক নাটক (যন্ত্রস্থ)

সাজিয়া। নূতন নাটক (যন্ত্রস্থ)

প্রকাশক
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী।

সন ১৩১২ সাল।
কলিকাতা।